6th Year, Special Issue
Book Fair - 2009

৬ষ্ঠ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা
বইমেলা - ২০০৯

Suggested contribution : Rs. 5/-

স্বকণ্ঠে
in her own voice

A Sappho Publication

একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ৫ টাকা

... for the rights of sexually marginalised women

আমাদের কথা

দূরদ্বীপবাসিনী সেই কবি কী যে যাদুকাঠি ছোঁয়াল ছয় মেয়ের মনে - ঘুরে দাঁড়াল ওরা - তৈরী হল 'স্যাফো'। সে তো দশ বছরের পুরনো 'গল্প'। কিন্তু দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে 'স্যাফো' আজ বড়ই সত্যি। আমাদের উপস্থিতি জনমানসে বেশ গ্রহণযোগ্যতারই ছাপ ফেলেছে। তারই প্রতিফলন আমাদের এই পত্রিকা 'স্বকণ্ঠে'র প্রকাশে, বছরে দু'বার - জানুয়ারী আর জুন মাসে, নিয়মিত আর নির্দিষ্ট সময়ে। শুরু করেছিলাম ২০০৪ সালে পাঁচশো কপি ছেপে। আর আজ ২০০৯ সালে এর মুদ্রণ সংখ্যা দুহাজার ছাপিয়ে গেছে। বিগত দশটি সংখ্যার মাত্র কয়েকটি করে আমাদের Sexuality Resource Centre, 'চেতনা'র লাইব্রেরী কপি ছাড়া বাদ বাকী সবই বিতরিত। 'স্বকণ্ঠে' আমাদের গর্ব, কেননা এরই মাধ্যমে আমরা তৈরী করতে পেরেছি খোলাখুলি ও সহজভাবে নারীর যৌন পছন্দের অধিকার বিষয়ক কথাবার্তা বলার এক আঙিনা। সম্ভব হয়েছে বিসমকামী বিস্তৃত সমাজের সঙ্গে প্রান্তিক সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী নারীদের দূরত্ব কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা। 'স্বকণ্ঠে'র সাফল্য এই খানেই - 'স্বকণ্ঠে'র মঞ্চে কেবলমাত্র এই প্রান্তিক নারীরাই কথা বলেন না - কথা বলেন সমাজের সর্বস্তরের, দেশের ও বিদেশের বিদগ্ধ, মননশীল ব্যক্তিরাও - বিষয় কিন্তু একই - নারীর যৌনতার অধিকারের আন্দোলন (Sexuality Rights Movement), যৌন পছন্দের ভিত্তিতে প্রান্তিক নারীদের রাজনীতি এবং তাঁদের জীবন- প্রাত্যহিকী। আমাদের সংগঠন 'স্যাফো' র দশ বছর পূর্তির প্রাক্কালে এবং পূর্ববর্তী দশটি সংখ্যার সাফল্যের উদ্‌যাপনে তাই এবারের একাদশী 'স্বকণ্ঠে' প্রকাশিত হল বর্ধিত কলেবরে এক বিশেষ সংস্করণ হিসাবে।

বিগত শতাব্দী আর আগত শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ সময় (১৯৯৯/২০০০) থেকে 'স্যাফো'র সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী নারীদের মানবাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এই সমাপতন কিন্তু লক্ষ্যণীয়। সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু। বিশ্বায়ণের ছাপ পড়েছে আমাদের জীবনের সর্বত্র - কী অন্দরমহলে, কী বাইরের জগতে, পরিবর্তন চলছে মানসিকতার, স্বভাবের, অভ্যাসের - সবকিছুর। অথচ কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজের ও রাষ্ট্রের পক্ষপাতদুষ্ট অচলায়তন এখনও জগদ্দল পাথরের মতই অনড়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার 'বাইপ্রোডাক্ট' ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারা, যা মূলত সমকামী মানুষের যৌনচর্চাকে অপরাধ বলে গণ্য করে, তা আজও একই ভাবে অপরিবর্তিত। মাত্রই একমাস আগে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আমাদেরই প্রতিবেশী ছোট্ট রাষ্ট্র নেপালে যখন সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট যৌন পছন্দের ভিত্তিতে প্রান্তিক মানুষদের, আর পাঁচজন বিসমকামী নাগরিকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকার দ্বারা তাঁদের সুরক্ষার পক্ষে রায় দেবার বর্ষপূরণ উৎসব পালিত হচ্ছে তখন আমাদের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে সরকারের দুই মন্ত্রকের মধ্যে চাপান উতোর চলছে যৌন-সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা রদ হবে, কি হবে না! কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী অনবুমনি রামাডস বলছেন HIV মহামারী প্রতিরোধ কার্যক্রম সফল করতে হলে যাঁদের এই রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা বেশী, বিশেষতঃ যৌনকর্মী এবং পুরুষ সমকামী গোষ্ঠী, তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন অপসারণ করা নিতান্ত জরুরী। যদি মাথার ওপর ৩৭৭ ধারার মত খাঁড়া ঝোলে তাহলে কেউ কি আর আত্মপ্রকাশ করে সরকারের HIV প্রতিরোধক স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন? ফলতঃ মহামারীর প্রকোপ কমবার সম্ভাবনা দূরেই থেকে যাবে তো বটেই, এমনকি নাগালের বাইরেও চলে যেতে পারে। অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের বক্তব্য ভারতীয় সমাজ সমকামিতা একদম সহ্য করতে পারেনা, সমকামীদের প্রতি মোটেই সংবেদনশীল নয়। আর একবার যদি ৩৭৭ ধারা বাতিল হয়ে যায় সংবিধান থেকে, তাহলে আর দেখতে হবে না - অপরাধমূলক আচরণের বাঁধ একেবারে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। (কেমন যেন একটু কুমড়োর বেগুনী গোছের শোনাচ্ছে না? কিছু মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের নিভৃত চর্চাকে তো অপরাধ গণ্য করে সংবিধানই, তাহলে সেই গোড়ার গলদ যদি শুধরে ফেলা যায় তবে আর সেই আচরণ অপরাধমূলক থাকে কি করে বলুন দেখি!) যাই হোক, সরকারী মহলে যে ৩৭৭ ধারা ও সমকামীদের নিয়ে আদৌ কথা উঠেছে এই ঢের - ধন্যবাদ শ্রী রামাডস! সরকার বাহাদুরের দুই মন্ত্রকের মধ্যে বিস্তর কথা চালাচালি ও কাটাকাটি'র ফলাফল এখন দিল্লী হাইকোর্টের বিচারাধীন, আর আমাদের নিস্পন্দ অপেক্ষা সেই বিচারের রায়-এর। মহামান্য আদালত যদি যৌন-সংখ্যালঘুদের পক্ষে রায় দেন তবে তো মহোৎসব, আর বিপক্ষে গেলেও দমবার পাত্র আমরা নই। পূর্ণ উদ্যমে শুরু হবে আন্দোলন - আবারও।

The Politics of Lesbian Visibility in Indian Socio-Cultural Context

Akanksha

Background

In our country India, women have a long history of subjugation. In such a society where sex is discussed only in whispers, getting to express women's sexual desire/freedom is thus a dream, and on top of that, if the sexual desire is expressed for another woman, it is an unpardonable crime. Basically the society is engaged in perpetuating the rigid compulsory hetero-normative monogamist patriarchal structure where family is the primary unit. All those who do not fall into this framework are considered threats to morality and to society at large. In response to this threat, the system tries to deny the existence of those deviating from the 'norm'. Hence, in a country like mine, a lesbian has to live life in a state of socially enforced invisibility and spend her life in a struggle to accommodate herself constantly in the 'heterosexual order' of the society. In such an atmosphere lesbians often hate themselves, live in shamed secrecy, try to 'cure' themselves by resorting to quacks or forcing themselves into marriage, and even attempt suicide, individually or jointly. These oppressions and sufferings have been completely ignored by most political parties and social activists, including the supposedly radical ones. Most of them believe that "such issues" are not important since Indians face other "life-and-death" issues. However, for many Indian women with same-sex preference their sexuality *does* remain a "life-and-death" issue. Under these circumstances most Indian lesbians have been compelled to become invisible. This invisibility is more enhanced due to the threat of Section 377 of Indian Penal Code that criminalizes homosexuality.

This was actually the backdrop against which *Sappho*, the first emotional support group for lesbians, bisexual women and transgender (LBT) persons in Kolkata, India emerged in 1999. It is my lived experience that depicts what it is to be a lesbian in a society like us. It was a struggle for my same-sex partner and me to find out people of similar mindset even within the metropolis of Kolkata. My partner and I, along with two other lesbian couples founded *Sappho*, in an attempt to ensure that no woman with same-sex preference has to go through the struggle that we faced to get in touch with our own folk.

Visibility within the community

In the early days when *Sappho* was formed as an emotional support group, we had to be very careful about maintaining confidentiality of our members' identities and our meeting places. We couldn't even find a safe place for holding our regular meetings. In those initial days a daylong monthly meeting was generally the space where members used to come together and share their personal experiences of their families and the outside world, their problems and crises, their dreams and desires. The feeling that they are not alone, that they can open up and pour their hearts to each other without any hesitation, that they can have a space which they can rightfully call their own, gave tremendous amount of affirmation to the group members. I consider it as a kind of visibility within safe space of the support group. It is basically a process of making the self visible in the community, towards an acceptance, after a long isolated cocooned life.

On the other hand, to address the need to visibilize the existence of *Sappho* to other people of the community we began to run a crisis intervention-cum-information helpline (+919831518320; 10am - 9pm; 7 X 11 hrs) to reach out to LBT persons in need and to any other interested person seeking information about LBT issues. We advertised our helpline through the leading newspapers, periodicals and our own IEC (Information, Education and Campaign) materials and newsletters; as a result we kept on receiving numerous calls every day, some of whom have later on joined the group. Our organization's visibility to LBT community scattered all over the country increased manifold through a biannual, bilingual newsletter and other publications sold and displayed at as many places within the country as possible. Our target population had come to know about our organization, programs and the services offered from these materials. Today we proudly declare that within the LGBT community *Sappho* is a name that commands recognition and honour.

Visibility within the public domain

The significance of our public presence is "Right to Live – Right to Love". We are very cautious about the degree of exposure to public gaze. In our understanding 'visibility' always carries the meaning of making issues visible, not the person concerned. We know that we are in the nascent stage of the movement. Too much of exposure may put us in a disadvantageous position or endanger the LBT community since till date we have to live with the threat of the draconian Section 377 of Indian Penal Code and above all we are women as well and women are still treated as "second class citizen" here in my country.

With the advent of *Sappho* numerous evidences of atrocities on its members flooded our heart, breaking the limit of tolerance. We were bewildered by the endless violence our members suffered just due to their sexual orientation. In many cases, when the parents came to know about their daughter's sexual choice, they terminated all financial support for education, especially for vocational training as it could help the girl to find a job. One of them somehow managed a job but the girl's mother went straightway to the employer and disclosed her daughter's sexual orientation, as a result of which she lost her job. The same incident was repeated twice in her life. Marriage pressure is another common incident in most of the girls' lives. They always become victims of different sorts of emotional blackmailing. One girl's parents insisted that she should commit suicide for not getting married to the person of their choice, since it would then be easier for them to face society rather than having a living homosexual daughter. A girl was kept under lock and key in a small dark room. After three months when she came out of the confinement she temporarily lost her vision. The sunrays damaged her retina. It took a long time to get back her sight. Another girl was forced to go to a temple and recite *mantras* to get rid of her evil partner. After some days when her family members realized that worshipping could avail of nothing, they sent their daughter to her maternal uncle's house, far away from the city where her maternal uncle attempted to rape her. She requested her father to take her back home but was refused and was told that it was a cock and bull story made up by her so that she could come back to her lover. She then fled from her maternal uncle's house, collecting her passage money by selling her used clothes. Now she has been disowned by her family. Forget about physical torture, there are several cases where the girls had been taken to quacks and subjected to aversion therapy to cure homosexuality, even after the World Health Organization has struck out homosexuality from its list of mental illnesses in 1981![1]

Such constant denial of natural freedom set our back against the wall which ultimately led us to revolt. We started to recognize the discrimination and came to terms with the fact that this is a denial of human rights. We subscribe to the idea that "unless a substantial number of women in a community come to believe they have rights and demand to exercise them, rights remain an abstraction. Rights and empowerment are interconnected."[2] So we have always prioritized self-empowerment and economic independence as the pre-condition for a life of dignity, grace, power and free choice in this homophobic society. With increasing number of women joining us and empowered by each other's experiences we then declared – *support or deny we exist*. Our unity gave us strength and courage enough to take decision about making *Sappho* visible to the larger society, because our voices must be heard. We stepped into the outer world. We started to join, collaborate and organise public programmes. It was then that each of us strategically took pseudonames while challenging the society. We started to live a dual existence. One was our official existence and the other rebellious. Pseudonames served as disguise in the public sphere. The seed of the rights oriented movement to fight discrimination and hatred against women who are marginalized on basis of sexual orientation was thus germinated.

Along the way we also realized that the sources of most of the atrocities are within the society of which we are part and our movement would only be successful if we involve the common people of the society. It is, therefore, immensely important to work within the civil society making non-homosexual citizens proactive in advocacy for our rights. To ensure a life of dignity for LBT persons, attitudinal change of the society is important and no societal change can take place without any collective effort of the society from inside. Just sticking together within a community based support group would never sensitize general people to overcome all the hostilities and hesitations against homosexuals, lesbians in particular. The social, legal and political space for a woman with same-sex preference would never be achieved by restricting ourselves to a support group. It would only replicate the dynamics of a ghetto. This belief led us to create the platform, *Sappho for Equality*, where anyone who supports our cause can join irrespective of gender and sexual orientation. *Sappho for Equality* was registered as a non-governmental organization in 2003. But *Sappho* still exists as the informal support group of LBT persons. *Sappho for Equality* is our first attempt to build a coalition with the non-queer section of the society through their direct involvement in a movement that questions the assumptions of 'mainstream' sexual practices and norms. Thus a shift from identity based politics to a politics of standpoint marked our journey from *Sappho* to *Sappho for Equality*. The objective has been to induce more and more people to challenge the norms and institutions that govern our daily lives and thoughts such that such a rethinking can cause an end to homophobia. *Sappho for Equality* is thus a platform for anyone

and everyone, who seek to question the organized workings of homophobia, compulsory heterosexism and heteronormativity leading to a full-fledged sexuality rights movement in the eastern part of India.

This strategy which we consider as the outcome of a politics of inclusion has proved to be effective for us as we are jointly working with many heterosexual members for advocacy against homophobia. This resulted both in making us visible and addressing the issue of homosexuality appropriately in the society. Since *Sappho for Equality* extends its hands to all cross-sections of the society irrespective of gender and sexual orientation, it has become easier for the LBT community persons to challenge the society from this platform with the official identity. It seems to me that the days of fighting from behind the screen of pseudonames are gone and we are more visible in a meaningful straightforward way, relieved from the burden of carrying dual identities.

From 2004 onwards we started publishing our bi-annual bi-lingual magazine *Swakanthey* (*in her own voice*) and distributing thousands of copies from our table and through field hawking in the famous Kolkata International Book Fair. Presently our magazine has acquired a place within the well known Little Magazines [3] in Kolkata. We have finally been able to proclaim an open platform to start a dialogue on sexuality and politics of LBT community through *Swakanthey*. It becomes an excellent opportunity for us to reach out to thousands of general public face to face with our magazine and IEC materials. We also expand our visibility this way.

Visibility within women's movement

In 2000, *Sappho* became a member of *Maitree* (meaning friendship), which is a forum of various activist groups, individuals and NGOs working for women's rights in West Bengal. It was never an open-armed embrace, but we never gave up. The reason behind was simple: women's movement cannot bypass the fact that lesbian rights are women's rights and human rights as well. As a LBT rights group, we are also talking about women's rights, particularly women's sexuality rights. It is simply a give and take strategy. We support other women's rights issues, learn about their causes, extend a helping hand and these women's rights groups also by and by have started regarding sexuality issues in general and LBT issues in particular as an important component of the larger women's movement. Domestic violence and violation against women have been the common starting point of our dialogue.

But at the same time there is also a sense of alienation when it comes to the specific issue of lesbianism in spite of the fact that lesbianism is inalienably linked to feminism and the movement of women's emancipation and thereby needs special attention. The mainstream women's movement in West Bengal had been operating through a monocle of gender to analyze and attack patriarchy. We are trying to introduce the second lens, the sexuality gaze. We had started working with our partner organizations in the women's movement to provide a thorough understanding of sexuality & homosexuality and to connect sexuality with other women's rights issues that these organizations work with. Through this we attempt to contextualize sexuality in the mainstream women's rights movement, but the chasm that exists between feminism and lesbianism seems too wide to bridge. Non-understanding and trivialization of sexuality issues had always been the main challenge within the mainstream women's movement in West Bengal. It has been a general contention and a position taken by many feminists that it is rather imprudent to talk about women's sexuality when there are arguably other more urgent issues like employment and poverty, literacy and skill acquisition, violence against women (domestic and sexual) that should necessarily demand more attention. So far sexuality has been discussed as a fringe area only in crisis situations like rape, sexual assault, harassment in the work place etc., and then again feminist intellectual and political intervention in these situations have mostly been premised on the assumption that heterosexuality is a *natural kind* – hence beyond the scope of feminist questioning. Sexuality per se was a taboo since inception of autonomous women's movement in this state. As the main leaders and activists came from a leftist background, sexuality was regarded as bourgeois or private matter of individual choice. Homosexuality was a non-issue to most of these women's rights activists; either it was invisible to them or considered an aberration in behaviour of individual persons. That it was a patriarchal gaze in itself to view women asexually or within the heteronormative framework only, was never considered at all.

Initially our entry into *Maitree* was also fraught with tension, disbelief, disregard and we even used to be jeered at. Today the situation is perhaps changing slowly on repeated hammering. Sexuality has now been started to be treated as an issue, not only in its negativity as sexual violence but also as a positive issue of sexuality rights. We are continuously engaged in convincing the women's rights activists to rethink their position vis-à-vis homosexuality and to take part in our workshops to know more about LBT issues. How sexual orientation is not just a private matter is the question that we have successfully been able to raise within the women's movement.

The 7th National Conference of Autonomous Women's Movements whose catch line was 'Affirming Diversities, Resisting Divisiveness' took place from 9th to 12th September 2006 in Kolkata. It was a landmark event for *Sappho for Equality* as we were one of the organizers of this conference as well as a participant. Refusing to be cornered by all the conflicts between women's rights movement and lesbian rights movement we put together all our resources and embarked on the project of maximizing our visibility to the best of our abilities. This national conference has become a medium to put forward diverse sexualities and gender identity issues as one of the focal themes within the women's movements. It was a battle fought not only for inclusion of LBT rights, but also for the male to female transgender people who wanted to join this conference and were turned down initially. Through this conference we realized a number of our objectives. In this Kolkata conference, for the first time there was this parallel daylong session on sexuality where by sharing lived experiences of LBT persons from different regions of the country it was seen how lesbian visibility was present all over India. As one of the organizers *Sappho for Equality* was given a very important charge of arranging accommodation for almost 2000 outstation participants from all over India. As an LBT rights group this acceptance and recognition from mainstream women's rights movement was much needed to bring forth the LBT rights issues and strengthen the bonding between women's rights and LBT rights. *Sappho for Equality* as a sexuality rights organization acquired visibility not only regionally but also nationally. I can still hear those affirming slogans shouted aloud in chorus while rallying through the city streets in broad daylight, "Lesbian rights human rights, let us join, let us fight"!

Today after a lot of efforts lesbian issues have started getting noticed. We are expecting greater involvement of the mainstream women's rights organizations regarding sexuality rights issues, as *Sappho for Equality* firmly believes that sexual identity is an integral part of a woman's overall identity.

Visibility within movements of other marginalized population

Sappho for Equality has always included other radical social movements and like-minded people from all walks of life in their endeavor and also tried to make alliances with other marginalized

population like persons with mental illness. The stigma attached with persons with mental illness is as destructive as the illness itself. In our society hardly anybody pays attention for their rights. Only a few number of organizations like *Anjali*, a human rights based mental health organization and *Ishwar Sankalpa*, an organization working for homeless mentally ill persons in Kolkata are working for their rights, rehabilitation and re-integration into the society. *Sappho for Equality* has always been supportive towards their causes and is directly involved in their work as volunteers. We have also participated in awareness drives organized by a well known mental health institution *Antaragram*, in our state West Bengal.

Just some decades back homosexuals were treated as mentally ill. In Indian context, till date, parents of LGBT persons take their children to the psychiatrists to 'cure' homosexuality and some of the mental health professionals gladly treat them and 'cure' homosexuality with aversion therapy! It is the kinship through marginalization and stigmatization that made us form the affinity bridges with these organizations. It is some kind of symbiotic relationship that originates from reciprocative validation and visibility.

Visibility within academia

The empowerment tool in the 21st century is knowledge. So to empower ourselves and educate the public we set up the sexuality resource centre, *Chetana* (meaning conscience), which is the most concrete step towards our visibility. As the name suggests, *Chetana* aspires to create awareness about sexuality, with special focus on same-sex love among women. More concretely, the resource center provides information on LGBT issues in the form of books, periodicals, news clippings, audio and video cassettes, CDs, DVDs, photographs, posters, advocacy materials etc. Alongside, the center also provides facilities for personal and legal counseling for LBT persons and their families through the service of experts in the respective fields. *Chetana* has already embarked on an extensive program of knowledge-sharing through seminars, workshops, study-circles and film screenings, held on a regular basis. *Chetana*'s library is expanding everyday and promises to become a treasure trove of all kinds of literature on sexuality with reprographic services and audio-visual facilities.

We usually engage ourselves in advocacy awareness campaigns in educational and other public institutions. We had participated as resource team in seminars organized by Jadavpur University English Department (Queer Studies), Calcutta University Sociology Department and National University of Juridical Sciences. We were invited to present research papers on lesbian activism in the 7th Subaltern Studies Conference in New Delhi in January 2004 and Sarai, Centre for the Study of Developing Societies in New Delhi in August 2004. Apart from these, through our sexuality resource center we have been catering to the students of educational institutions like Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and other local colleges who use our center for their research and dissertation works.

An extremely strong medium of visibilizing our issues are our publications. A collection of oral narratives in vernacular (Bengali) titled: *Chhih! Tumi Naaki…* (*Shame! Are you…*) by LBT persons along with a separate section where many of civil society members have given their account of their association with *Sappho for Equality* and the sexuality rights movement, was published in collaboration with a mainstream publishing house. The book has not only received very favourable reviews from print and electronic media, it has been well accepted by the general readership. The first edition of the book was exhausted within a year and the second edition has been published. We have recently started a Research Paper Series the first of which (*Lesbianism in Kolkata* by Dr. Amit Ranjan Basu, independent researcher, Social Science and Mental Health) was published on 20 June 2006. We are presently working on the second of the series, an extensive research on lesbian narratives which will be published within a very short period of time. The outcome of the research will be used as text in the University curriculum of Queer Studies.

Another project taken towards making lesbian issues visible was the publishing of the first book in the Contemporary Queer Literature Series planned by *Sappho for Equality*. It is a book of poems, the first of its kind in Bengali, our regional language, by one of our group members openly proclaiming its queer origin and identity.

Visibility in the media

The role of media behind any social movement especially of the minorities goes beyond questioning. For the last two centuries, Indian media, in all its forms, opted to be ignorant, non-conversant, numb and silent about issues of homosexuality, especially with women. The media in Kolkata started being conversant on the issue with the event of "Fire" (the first Indian film made on the story of an affair between two women). Articles, editorials, letters to the editor contributed to making the issue visible in public domain. As *Sappho* came into being, there were articles published in print media and TV shows on the issue but those were all sensational rather than being sensitive and supportive. Of course there were a few exceptions always. To sensitize the society the positive attitude of the media plays a vital role.

Our very effective media strategy is collaborating with TV producers, news personnel and independent journalists to reach out to the general mass and LBT persons and their families giving out information as well as campaigning for support to end discrimination based on sexual orientation. There are quite a number of cases of violence against LBT persons where we had intervened directly having come to know about such incidents from newspaper reporting. Refusing to become visible solely depending on the media personnel – we ourselves have taken responsibility to bring our issues in front of the public gaze by making short films on the life stories of our group members and screening it in our LGBT film and video festival in the city.

Time is changing positively; we realize that when media people now-a-days contact us seeking our opinion on different issues related to homosexuality, or when the electronic media seeks bytes to make a story on our activities assuring positive portrayal. We are very much there in the media, clearly visible.

Conclusion

Since the inception of our organization 'visibility' has remained a debatable issue. To *Sappho for Equality* 'visibility' does not always mean bodily presence or physical existence. *Sappho for Equality* is constantly trying to nullify the silence imposed on the issue of same-sex preference of women by initiating the discourse in the public domain. Starting as a non-registered identity-based emotional support group for LBT persons in and around Kolkata in 1999, we travelled to become a registered, open-to-like-minded person's forum for activism for LBT rights in 2003. Through this voyage we have expressed ourselves, our personal desires and choices, as well as, pledged our faith in the consorted dream of a discrimination and violence-free world. Today we are so challengingly visible, physically as well as in the psyche of the society, that it is extremely difficult to deny our existence. Still we know that we have to go many more miles. We have to enhance our

contd. to Page 8

ভালোমেয়ে ও পরীর গল্প

উজান

ভালোমেয়ের ভালোত্ব নিয়ে বাঁচবার কামনা
কোথায় ছিল ডানার ভিতর সমুদ্র-সুখ জন্ম ...
....

কোথা থেকে পরী এলো, হঠাৎ ফোটে কষ্ট
জানলা দিয়ে হাতছানি দেয়, 'এই ভালোমেয়ে শোন'–
ভালোমেয়ের সফেদ ডানা হলুদ ছোপে নষ্ট,
নষ্ট ডানায় আগুন ইন্ধন।

চলতি সুতোয় বুনতে থাকা ঠাসবুনোটের জাল
ফাঁস হয়ে যায়, ভালোমেয়ে তো তৃষ্ণাময়ী হাঁস,
ওর দুচোখে জন্দ জীবন দারুণ বেসামাল–
'পরী, আমার কী সর্বনাশ চাস?'

সর্বনাশের মদ ফলেছে, আকাশ মাটি নিখোঁজ,
উঠতে বসতে পিছলে পড়ার উপক্রম আজ প্রায়,
জামার তলায় বদ্ধ বুকে শঙ্খ বাজে রোজ
নিয়ম মেনে নিয়মরা বদলায়।
....

এরপরে সব গল্প হবে রাত্রীজয়ী চাঁদ–
চেনা রাতের ঘুম লাগা প্রেম ওদের মতো থাক,
ভালোমেয়ে আর পরীর জামায় নোংরা অপবাদ
গরম স্রোতে যাক তলিয়ে যাক।।

আহত পৃথিবীর জন্য

উজান

বৃষ্টিরা ঠিক বৃষ্টির মত ক'রে
পৃথিবীর বুকে আল্‌তো পালক বোলায়–
তখন মানুষও জেগেছিলো, আর ,
চোখের সমুখে হাট জানালা খোলা।

জীববিজ্ঞানীও খুঁজে দেখেছে অনেক–
অনেক, ওরা, অনেক জগৎ জুড়ে,
তবুও কেন কটাক্ষ ওদের বলো
ব্যাতিক্রমী সংজ্ঞা হৃদয়পুরের!

অপরিণত সামাজিক চেতনা,
বলো, কতদিন আগুন ঠেকাবে আর?
বৃষ্টির বুকে আগুন জ্বলেছে এখন,
সাগর দিয়েছে অগ্নিকে অধিকার।

মানবীই আমি, নারী তোকে ভালোবাসি,
মুখ খোলো আর বুক খোলো ভয়হীন–
কালো গোলাপেরা লাল হয়ে ফুটছে,
(আজ) আহত পৃথিবীর ক্ষত সারাবার দিন।।

ভালোবাসা মানে

মল্লিকা সেনগুপ্ত

হায় ভালোবাসা, ওফ্ ভালোবাসা
জ্বালিয়ে দিয়েছ মধুর কুয়াশা।

ভালোবাসা মানে তোমার সঙ্গ
নদী জলধারা জল তরঙ্গ।

ভালোবাসা মানে হাতে হাত রাখা
উদ্বেগভরা লাল আঙরাখা।

ভালোবাসা মানে পাগলা ঘোড়ার
পিঠে চড়ে ছোটা বাংলা বিহার।

হায় ভালোবাসা, উফ্ ভালোবাসা
জ্বালিয়ে দিয়েছ কত চাইবাসা।

কে যে পালিয়েছে কার বউ নিয়ে
কার কটাক্ষে ভেঙেছিল বিয়ে।

হৃদয় কখন কার দিকে ফেরো
ভালোবাসা তুমি হোমো না হেট্‌রো?

ভালোবাসা মানে তোমার স্পর্শ
বিদ্যুতে কাঁপে আমার টরসো ।

■ *মল্লিকা সেনগুপ্ত - কবি*

একটি মন্দ ঘোষণা

উজান

পাগলী ডেকে দেখিয়েছিল ঠোঁট,
সূর্য পুড়ে 'চির জ্বলন্ত সোনা'।
তোমাদের অন্ধ বিছানার ঘুম,
তা বলে আমিও কি জেগে উঠবো না?

ভাত ঘুমে ডোবা সব গ্রামে ও শহরে
আমার ও পাগলীর জেগে ওঠা দিন জাগে–
পাগলী, তোদের নিয়ে পালাবোই আমরা
নির্বাচিত সব পুরুষের আগে।

পাগলীর প্রেমে অবোধ্য পাগলামি,
আমার জামায় অবাধ্য প্রেম ফুটছে–
ক্যাড্‌বেরী গলা বিকেল গোধূলি নয়,
চাঁদ ও সূর্য ধরে খাবে বলে ছুটছে।

পাড়ার কাকা, পাড়ার দাদা, মা ও বাবার ভাইবোন–
মন্দ মেয়ের উপাখ্যানে লজ্জা?
আমার পাড়া, তোমার পাড়া, সবার পাড়া শোন্–
আগুনেই আজ আমাদের ফুলশয্যা।।

বান্ধবী এক বসন্ত সময়ের

উজান

সৃষ্টিবিহীন প্রেম সাগরে ডুব দিয়েছি,
আধাসামাজিক দ্বীপপুঞ্জের প্রেক্ষাপটে,
আকাঙ্ক্ষিত সর্বনাশ তো ঘটেই গেছে–
আটকে গেছি ভালোবাসার জটিল জটে।

দুজন আছি, দূষিত স্রোত সামলে নেবো,
অবদমিতের পূর্ণতা আজ আনতে হবেই–
বান্ধবী, তোর বুকের লতারা কাঁদলে বলিস–
আকর্ষ দিয়ে মনলতাকে টানতে হবেই।

অনেক জাগর রাত কেটেছে ফলন চেয়ে,
নিয়ম কাঁটার বাঁধন ভেঙে বসন্ত আজ,
ব্যতিক্রমী প্রেম মিছিলে সামিল হবো,
বান্ধবী, আজ পরাণ ভরে সাজরে সাজ।

বান্ধবী, আজ অশান্তিময় সুখের সময়।
প্রতিবেশীর কটাক্ষ চোখ পুড়িয়ে দিতে,
লোকচক্ষুর আড়াল হতে সামনে এসে,
মাতব দুজন অবুঝ উদোম প্রেম পিরীতে।।

■ *উনিশের উজান* 'স্যাফো'র বন্ধু

নারী সমকামী রচনা ও নারীবাদী সংহতি ঃ একটি উত্তরাধিকার

পারমিতা চক্রবর্তী

''এর ঠিক পরেই আমি যে শব্দগুলো পড়লাম সেগুলো ছিল, 'ক্লোই অলিভিয়াকে ভালোবাসত'.... চমকে যেও না, লজ্জা পেও না। কখনও কখনও মেয়েরা মেয়েদের ভালোবাসে। 'ক্লোই অলিভিয়াকে ভালোবাসত', আমি পড়ে চললাম, আর আমার মনে হল কী সাংঘাতিক একটা বদল ঘটে গেছে। ক্লোই অলিভিয়াকে ভালোবাসল ... সম্ভবত সাহিত্যে প্রথমবারের মত।''

১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উল্ফ্ মেরী কারমাইকেল নামে একজন কল্পিত লেখিকার উপন্যাস নিয়ে 'রুম উইথ-এ ভিউ'-তে লিখেছিলেন। এই উপন্যাসে বর্ণিত ক্লোই আর অলিভিয়া – এই দুই নারীর সমকামী প্রেম সাহিত্যে অনুচ্চারণীয় আর অনুচ্চারিত এক সম্পর্কের কথা লিখে যেন এক বৈপ্লবিক মুহূর্তের সূচনা করল। উল্ফের রচনার ৪৭ বছর পরে লিখতে বসেও এড্রিয়েন রিচ বলছেন, কেবল একজন সাহসিনী র‍্যাডিকাল লেখক ছাড়া বাকি সবার কাছে নারী সম্পর্ক যেন সে দিনও সমানই অনুচ্চারণীয় আর তাই অনুচ্চারিত।

''যা নামহীন, যার কোনও চিত্রণ নেই, যা জীবনী থেকে বর্জিত, চিঠি পত্রে নিষিদ্ধ, আমাদের অসম্পূর্ণ বা মিথ্যুক ভাষায় যাকে অভিহিত করা হয় অন্য নামে, সে তো শুধু অনুচ্চারিতই থাকবে না, অনুচ্চারণীয়ও হয়ে উঠবে।''

সাহিত্যে নারীতে নারীতে ভালোবাসা নিয়ে এই নৈঃশব্দই লেসবিয়ান প্রেমকে পাপচিহ্ন দেয়, নিশ্চুপ করে আর মুছে দেয়। কারণ সাহিত্যহীন নারী সমকামী আসলে জীবনহীন। নারী সমকামীদের জনসমাজ থেকে, ইতিহাস থেকে, নিজেদের জীবনে অদৃশ্য করে দেওয়ার এই কর্মকান্ডকে রিচ কেবল সমকামী নারী নয়, সব নারীদের ক্ষমতাহীন করে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। কারণ এর ফলে মেয়েরা আটপৌরের বাইরে কোনও নতুন সামাজিক সম্পর্কের কল্পনা থেকে বঞ্চিত হন।

রাজনীতি যেমন ভাবে একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ-এর ছবি দেখিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখাতে পারে, সাহিত্যও তেমনই আমাদের মনের সামনে কী হতে পারে, সেই ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। রিচ সাহিত্য আর রাজনীতি দুটোকেই সৃষ্টিধর্মী প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন, যাদের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা অসীম। পুরুষের কলমে লেখা, পিতৃতন্ত্রের ধ্রুপদী আদর্শের চোখে দেখা পৃথিবীর ছবি মেয়েদের বিশেষ করে সমকামী মেয়েদের অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রান্তিক ও বিকৃত করেছে। ভাষা আর সাহিত্যকে তাই পুনর্দখল করতে হবে, এবং তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে কারণ, ''যত দিন ভাষা থাকবে অক্ষম অযোগ্য, আমাদের দর্শন পাবে না কোনও সঠিক রূপায়ণ, আমাদের অনুভূতি আর চিন্তাগুলো পুরোনো চক্রেই ঘুরতে থাকবে''।

রিচ-এর মতে এত দিন ধরে ঘৃণিত এবং কণ্ঠরুদ্ধ করে রাখা নারী সমকামী কবিকেই এই পুনর্দখলের আর পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে হবে, নতুন স্বর, নতুন ভাষা আর এক নতুন কাব্যশাস্ত্র রচনা করতে হবে।

দুটি মেয়ে চোখে চোখ
পরস্পরের আত্মার
অসীম কামনা বাসনার মাপ নিতে ব্যাগ্র
এখানেই শুরু এক নতুন কবিতার

নারী সমকামী কবি হয়ে উঠছেন পথিকৃত আর সাহিত্য-যোদ্ধা, পা রাখছেন অনাবিষ্কৃত সাহিত্য অভিযান আর ভাষার প্রান্তরে। বদলে দিচ্ছেন ভাষা আর তার মধ্যে দিয়ে দুনিয়াটাকেই। রিচ দুজন নারীর প্রেমের ক্ষেত্রে 'পেট্রার্কান' প্রেমের কবিতার ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে নতুন মানে তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন :

আমরা দুনিয়ার যে ইতিহাস ভাগ করে নেব
সেটা লেখা হবে নতুন মানে দিয়ে
আমরা এক লিঙ্গের দুই প্রেমী
আমরা আমাদের প্রজন্মের দুই নারী।

ভালোবাসা আর রতির প্রকরণ লিখতে গিয়ে নারী সমকামী কবিকে বিসমকামী বা নারী-পুরুষের প্রেমকাব্যের কাঠামোকে বর্জন করতে হচ্ছে। তাঁকে এমন প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে, যে প্রশ্ন জন ডান বা ইয়েট্সকে কখনও তুলতে হয়নি, এ প্রশ্ন নানান নিষেধ নিয়ে, নৈতিকতা নিয়ে, নারী শরীরের প্রতি নারীর যৌন আসক্তি নির্মাণ নিয়ে। যখন এই প্রেমের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়, একে বিকৃতি বলে মনে করা হয়, তখন এক নারীর প্রতি আরেক নারীর প্রেমের মানে কী?

যেহেতু ''আমাদের কেউ কল্পনা করেনি'', নারী সমকামীদের তাই পরস্পরের জন্যেও ভাষা তৈরি করতে হয়। ''তুমি যে অন্যদের জন্য নামহীনকে নামের যোগ্য করে তুলেছো, এমন কী আমার জন্যেও'' – নামহীন এক দুনিয়াকে এই ভাবে নাম দেওয়ার দায়িত্ব একই সঙ্গে একটা নতুন বিশ্ব, একটা নতুন কল্পনা আর বাস্তবকে দাবি করার সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। রিচ দুনিয়ার সব কিছুর নামকরণ করার পুং অধিকারকে (বাইবেলে অ্যাডাম ছিলেন বিশ্বের প্রথম নাম-দাতা) মেয়েদের জন্য ছিনিয়ে আনছেন। এর ফলে মেয়েরা এক নতুন মানসিক ভূগোল আবিষ্কার করতে পারবে। দেখা আর নাম দেওয়া আর তার মধ্যে দিয়ে নতুন করে বাঁচা। সমকামী নারীর জন্যে এই প্রক্রিয়াটা আরও বেশি জরুরি, কারণ সেখানে ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসাকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করা কেবল একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয় একটা রাজনৈতিক দায়িত্বও।

কেবল পৃথিবীকে নতুন নামে নামাঙ্কিত করাই নয়, লেসবিয়ান পরিচিতির নামকরণ খুব জরুরি, যাতে এই শব্দটাকে ঘিরে গড়ে ওঠা নৈঃশব্দকে ভাঙা যায়।

''আমাদের জন্য নাম দেওয়া আর চিহ্নিত করার কাজটা কেবল একটা বুদ্ধিজীবী খেলা নয়, কিন্তু আমাদের নিজেদের পরিচিতিকে আঁকড়ে ধরার আর কাজে নামার প্রক্রিয়া। লেসবিয়ান বা নারী সমকামী পরিচয়টাকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কারণ একে বাতিল করে দেওয়া মানে নৈঃশব্দের সঙ্গে হাত মেলানো আর আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে মিথ্যে বলে সেই লুকোনো আর অনুচ্চারণীয় থেকে যাওয়া।''

যারা বুঝতে পারে না, যারা শুনতে পারে না, তাদের কাছেও শব্দটা উচ্চারণ করতে হবে। ''মাদার-ইন-ল'' (শাশুড়ি) কবিতায় রিচ পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছে এমন দুই মহিলার সংলাপ লিখছেন :

আপনার ছেলে মৃত
দশ বছর। আমি লেসবিয়ান
আমার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজের নিজের মত।
শাশুড়ি মা, আমরা দুজন আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে
আমরা কি আরেক বার চেষ্টা করবো?
আমি যেন কেমন অচেনা ঠিক আপনারই মত।

বুঝতে না পেরে শাশুড়ি সত্য জানতে চান,

আমি মরে যাওয়ার আগে আমাকে সত্যি কথাটা বলো...
এমন কিছু যা মেয়েরা মায়েদের বলে
প্রতিদিন দুনিয়া জুড়ে...
কিছু একটা বলো আমাকে।

আসলে শাশুড়িকেও চুপ করে থাকা আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে কাটানো মিথ্যে জীবনের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মৃত ছেলে আর লেসবিয়ান পুত্রবধূর মুখোমুখি হয়ে তিনিও আরেকটু খোলাখুলি সংলাপের চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টার প্রতিধ্বনি যেন রিচ-এর গোটা রচনায় বিধৃত। যদিও রিচ লেসবিয়ান কথাটার মানে এবং তার জন্য দুনিয়াটাকে বদলানোর ওপর জোর দেন, তিনি কিন্তু এ বিষয়ে সতর্ক যে এই কাজ করতে গিয়ে সাধারণ যে নারী তার দুনিয়ার মানে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া না হয়। কবিকে সব নারীর সঙ্গে কথা বলতে হবে কারণ, দুনিয়াটাকে বদলানোর চাহিদা কেবল কলম ধরা মেয়েদের থেকেই আসবে না, আসবে সেই সব মেয়েদের মধ্যে থেকেও যারা এই লেখাগুলোকে জীবনের কষ্টিপাথরে পরখ করে দেখবে। এরা সেই মেয়েরা যারা উল্ফ্-এর ''সাধারণ পাঠক'', তারা সাহিত্যকে দেখে জীবনকে বোঝবার চাবিকাঠি হিসেবে, জীবন থেকে পালাবার রাস্তা হিসেবে নয়। সব মেয়েরা বোঝেন এমন একটা সর্বজনীন ভাষার স্বপ্ন দেখেন রিচ। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে সেই প্রচেষ্টা। নারী সমকামী কবি জুডি গ্রান-এর কবিতার বই ''দ্য কমন উওম্যান'' পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে রিচ লেখেন :

'' 'সাধারণ নারী' কথাটা শ্রেণী পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলে। মেয়েদের মধ্যে যেটা সাধারণ (কমন) সেটা হল একই সাথে শোষণ আবার শক্তি আর সৌন্দর্যের সম্মিলন। তাই সব অর্থেই আত্মার জাগরণ বা আন্দোলনে এই সাধারণত্বের উত্থানই ঘটবে। আমাদের মেয়েদের জন্য 'অসাধারণ' বা 'বিরল' হয়ে ওঠা মানে তাই ব্যর্থ হওয়া। ইতিহাসে বহু অসাধারণ আর বিরল আর নামকে-ওয়াস্তে নারীদের আমরা দেখি যাদের জীবন আর কোনও মেয়ের জীবন বদলায় নি। 'সাধারণ নারী'র মধ্যেই আসলে আমরা কোটি কোটি অনামী মেয়ের জীবনে টিকে থাকার সেই অসাধারণ প্রতিভা দেখতে পাই। যে জীবন-শক্তি সন্তানের জন্মদানের জীবকোষগত তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে।''

লেসবিয়ান কাব্যের সংগ্রামী ধার কেবল সমকামী নারীদের অভিজ্ঞতার নামকরণের মধ্যেই দেখি না, দেখি অন্য নারীদের কাছে পৌঁছানোর শক্তিতে। এটা কেবল একটা জনসংযোগের কায়দা নয়। রিচ-এর ধারণায় 'লেসবিয়ান কনটিনিউয়াম' বা নারী সমকামী সংযোগ পরিমন্ডল অবস্থিত হয় 'নারীত্ব চিহ্নিত সম্পর্ক বিশ্ব'-এর মধ্যে। সেই সম্পর্ক বিশ্বে আছেন সেই সমস্ত নারীরা যাঁরা একে অপরের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেটা বন্ধুত্বের, বা পারিবারিক, বা রাজনৈতিক সখ্যের হতে পারে! পাঠিকাদের সঙ্গে একজন সমকামী নারীবাদী কবির সম্পর্ককে এই 'নারী সমকামী সংযোগ'-এর মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। রিচ-এর কবিতা তাই সেই সব মেয়েকে একই তীব্রতায় ছুঁয়ে যায়, যারা কোনও না কোনও ভাবে অন্য নারীর সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত একটা জীবনের মধ্যে থাকেন।

রিচ সচেতন ভাবেই ব্যক্তিগত অমরত্বের জন্য কলম ধরা রোম্যান্টিক আত্মকেন্দ্রিক কবির ভূমিকা ত্যাগ করে বেছে নেন একজন ''ব্লুজ'' গায়কের ভূমিকা, যে প্রান্তিক মহিলাদের গোষ্ঠীর জন্য গান গায়। তাঁর লেখার ভঙ্গি কথ্য, ভাষাটা চলিত, আর কঠামো সংলাপধর্মী। রিচ বেড়ে উঠেছিলেন একটা কাব্যিক ঐতিহ্যে যেখানে কবিতাকে মনে করা হত চিরন্তন, রাজনীতির (কলুষ) থেকে মুক্ত। রিচ তাই এক দিকে কবিতাকে একটা ভাষা বা পবিত্র শিল্প হিসেবে আর অন্য দিকে কবিতাকে একটা কৌতূহলী, জ্বলন্ত, নগ্ন করে দেখায় উৎসুক, নিজের থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপে উন্মুখ একটা কর্মোদ্যম হিসেবে দেখার টানাপড়েন অনুভব করতেন।

রিচ-এর সমকামী ও নারীবাদী রচনার কেন্দ্রে আছে শিল্পকে একটা উৎপন্ন পণ্য নয়, অন্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে অন্য মহিলাদের সঙ্গে লম্বা সংলাপ হিসেবে দেখার মনন। রিচ কল্পনা করেন যে তাঁর পাঠিকা যেন মেয়েদের জীবনের হাজার হাজিবাজির ভিড়ে, একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে বসে তাঁর কবিতা পড়ছে, আর তার কাছে সেই কবিতা এক বিকল্প জীবন সম্ভাবনার বাণী হয়ে উঠছে:

আমি জানি তুমি স্টোভের পাশে পায়চারি করতে করতে এই কবিতাটা পড়ছ
দুধ গরম করছ, কাঁধের ওপর কাঁদছে বাচ্চা, তোমার হাতে বই
কারণ জীবন খুব ছোট আর তোমারও তেষ্টা অনেক।

নিজে যে তিনি সাক্ষর, শিক্ষিত, লেখক নারী – এই বোধ রিচ-এর তীক্ষ্ণ। তাই যারা মুখ খোলার সুযোগ পায় না সেই সমকামী, কালো, গরিব মেয়েদের হয়ে কলম ধরার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে :

''আমি সেই মেয়েদের সম্পর্কে সচেতন যারা এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত নেই কারণ তারা বাসন ধুচ্ছে, আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করছে... এই ঘরে আমরা যারা আছি, আমাদের প্রত্যেকেরই দারুণ সৌভাগ্য, আমরা কেউ শিক্ষক, কেউ লেখক, গবেষক... আমাদের আন্দোলনের তখনই মানে হবে, আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো তখনই ন্যায্য হয়ে উঠবে যদি তারা সেই মহিলাদের জীবন বদলানোর কাজে লাগে, যাদের অস্তিত্বকেই দমিত আর স্তব্ধ করে রাখা হয়।''

রিচ-এর কবিতা তাই কাব্যশক্তির এক মহান প্রদর্শন নয়, উচ্চমার্গীয় উচ্চারণ নয়, অন্য মেয়েদের কাছে পৌঁছনোর একটা পথ। নারীবাদী কবি হিসেবে সহভাগী একটা ভাষার মধ্যে দিয়ে সব সাধারণ মেয়েদের কাছে পৌঁছনো, আবার সমকামী নারী কবি হিসেবে সমকামী নারীদের বিশেষ অভিজ্ঞতার নামকরণ – এই দুই ভূমিকার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বোধ হওয়া স্বাভাবিক। রিচ মনে করেন সমকামী নারীদের জন্য একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আলাদা আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে না জড়িয়ে, বিসমকামী নারী আর সমকামী নারীদের যৌথ আন্দোলনের সম্ভাবনায় বিভেদ সৃষ্টি না করেও সমকামী নারীদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সামনে তুলে আনা যায়। তিনি মনে করেন সমকামী নারীদের আন্দোলনের চরিত্র নারীবিদ্বেষী পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ সমকামী আন্দোলনের থেকে আলাদা। পুরুষ সমকামীদের এই আন্দোলনে ব্যক্তিগত অনুভূতিহীন যৌনতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের সঙ্গে যৌন মিলন, এবং সমাজে পুরুষ বলে প্রাপ্য বিশেষ সুবিধেগুলোকে আঁকড়ে থাকার ঝোঁক দেখা যায়। এই আন্দোলন মেয়েদের আন্দোলনের সঙ্গে কিছুই ভাগ করে না, বরং বিসমকামী আর সমকামী দু'ধরণের পিতৃতন্ত্রের হাতে পড়ে সমকামী মেয়েদের প্রান্তিকতা যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। সমকামী নারী তাই পৌরুষের জয়গান গাওয়া সমকামী আন্দোলনের তুলনায় মেয়েতে মেয়েতে যোগ আর নারীবাদী দাবি সমৃদ্ধ মেয়েদের আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেকে বেশি যুক্ত বোধ করে। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই মতগুলি একান্ত রিচ-এরই এবং নিশ্চয়ই তর্ক সাপেক্ষ। রিচ সমকামী নারীদের আন্দোলনকে সমকামী পুরুষদের আন্দোলনের অন্তর্গত করে দেখতে চান নি। তিনি সমকামী নারী আন্দোলন আর নারীবাদের সংযোগকে উদ্‌যাপন করেন। তিনি মনে করেন এর মধ্যে দিয়েই মেয়েরা ভবিষ্যৎকে রূপ দেওয়ার প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয় দর্শন সৃষ্টি করবে। ৭০-এর দশকের পটভূমিকায়, যখন সমকামী নারী আন্দোলন নিজের জন্য একটা আলাদা আত্মপরিচয় দাবি করে নারী আন্দোলনকে বিভক্ত করে তুলছিল, আবার নারী আন্দোলন সমকামী নারীদের দাবিগুলোকে উপেক্ষা করেই চলছিল, রিচ-এর এই লেখা তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিচ যে 'লেসবিয়ান কনটিনিউয়াম' বা 'নারী সমকামী সংযোগ পরিমন্ডলের' কথা বললেন, সেটা শুধু সমকামী মেয়েদের জন্য নয়, সব মেয়েদের জন্যই একটা যৌথ পরিসরের ধারণা তৈরি করল। রিচ-এর এই ধারণায় সমকামিতা কেবল একটা যৌন সিদ্ধান্ত নয়, একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে। এই সমকামিতা কেবল দুটি মেয়ের যৌন মিলনের বাসর নয়, নানান মেয়েদের মেয়েতে মেয়েতে মিলের ভিত্তিতে তৈরি একটা অনেক বড় খোলামেলা আসর, জীবনের নানান সময়ে যেখানে মেয়েরা এসে বিসমকামী যৌনতাভিত্তিক সমাজের চাপ এড়িয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে।

রিচ বলছেন, '' 'লেসবিয়ান কনটিনিউয়াম' কথাটাকে আমি ব্যবহার করি প্রতিটি মেয়ের জীবন আর সমাজের ইতিহাস জুড়ে নারী অভিজ্ঞতার একটা বিস্তারকে বোঝানোর জন্য। কেবল মাত্র একটি মেয়ে সচেতন ভাবে আরেকটি মেয়ের যৌনাঙ্গভিত্তিক মিলন অভিজ্ঞতা চেয়েছে সেই বোধকে বোঝাবার জন্য নয়। এই বোধকে একটু ছড়িয়ে দিয়ে আমরা এর মধ্যে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া আরও কিছু তীব্র অভিজ্ঞতা, যেমন একটা সমৃদ্ধ অন্তর-জীবনে বাস করা, পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিক্রিয়া, পরস্পরের কাছ থেকে হাতে কলমে বা রাজনৈতিক ভাবে সাহায্য নেওয়া আর দেওয়া (ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি)''। রিচ মেয়েদের এই সংযোগকে 'বাধ্যতামূলক বিসমকামিতা'-র বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ হিসেবে দেখেন।

নারী সমকামিতার এই বৃহত্তর ধারণা ৭০ দশকে র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্ট আর লেসবিয়ানদের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব করেছিল। এর থেকেই 'র‍্যাডিকাল লেসবিয়ানস', 'ফিউরিস' ইত্যাদি গোষ্ঠী এবং 'পলিটিক্যাল লেসবিয়ানিজম' ইত্যাদি ধারণার উদ্ভব হয়েছল। কিন্তু এই ঝোঁকটা আবার নিন্দিতও হয়েছিল এই বলে যে নারী সমকামিতার যৌন দিকগুলোকে বাদ দিয়ে, এক ধরণের ''পলিটিক্যালি কারেক্ট'' 'ভ্যানিলা লেসবিয়ানিজম' তৈরি করা হচ্ছে, যাতে সেটি সাদা, মধ্যবিত্ত বিসমকামী মহিলাদের নারী আন্দোলন থেকে সরে না যায়। নারী আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখার নীতি নিয়ে লেসবিয়ান আন্দোলনও বিভক্ত হয়ে যায় - বিশেষ করে ৮০-র দশকের 'সেক্স ওয়ারস'-এর মধ্যে এটি পরিলক্ষিত হয়। 'স্যামোয়া লেসবিয়ান'রা যারা এস অ্যান্ড এম (সেডো-ম্যাসোকিস্ট) সেক্স অভ্যাস করত এবং পর্নোগ্রাফির জয়গান করত, তাদের নারীবাদ-বিরোধী বলে মনে করা হত। কিন্তু এই অভ্যাসগুলো অনেক সমকামী নারীদের জীবনের অঙ্গ ছিল এবং গেইল রুবিন-এর মত সমকামী-নারীবাদী সমালোচকরা এর সমর্থন করেছেন।

'পলিটিক্যাল লেসবিয়ানিজম' আবার তার নিজের নানান নিয়ম কানুন তৈরি করেছিল, যাতে বিসমকামী আর সমকামী, দু-ধরণের মেয়েরাই দূরে সরে গিয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক নারী সমকামিতা ছিল এক ধরণের বিশ্বাস যার মূলে আছে এক ধারণা যে লেসবিয়ান হওয়াটা একটা যৌন সিদ্ধান্তই নয়, মেয়েদের অন্য মেয়েদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে। 'নারীবাদ হল তত্ত্ব, লেসবিয়ানিজম হল প্রয়োগ', এই ধরনের স্লোগানের ফলে বিসমকামী মেয়েরা ভালো নারীবাদী হওয়ার জন্য পুরুষ সঙ্গ ত্যাগ করে 'হেটেরোডাইকস' (বিসমকামী কিন্তু সমকামী নারী) হতে উৎসাহিত হলেন। কিছু কিছু সমকামী নারী আবার তাদের যৌন অভ্যাসের জন্য আদর্শ নারীবাদী বলে পরিগণিত হলেন না। এর মধ্যে দিয়ে ফেমিনিজম আর লেসবিয়ানিজম দুই সম্পর্কেই যেন কতগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভাজনমুখী, মৌলবাদী ধারণা তৈরি হল।

রিচ এর ধারণা এই দুই চূড়ান্ত অবস্থানকে পরিহার করে এবং বলে যে লেসবিয়ানিজম একটা বিভাগ নয়, বরং একটা 'ট্র্যাজেক্টরি' বা গতিপথ। এই পথে কেবল যে কিছু বিশেষ যৌনতার মেয়েরাই চলেন তা নয়, এটা একটা রাজনৈতিক অবস্থান। রিচ-এর লেসবিয়ানিজম-ধারণা কেবল যৌন পছন্দের কথাই বলে না, নারীর বৃহত্তর সামাজিক অবদমনের কথা বলে। দুটি নারীর মধ্যে যৌন মিলনকেই লেসবিয়ানিজমের প্রধান চিহ্ন না ধরে তিনি 'বাধ্যতামূলক বিসকামিতার' অধীনে সব মেয়েদের ক্ষমতাহীনতাকেই লেসবিয়ান অস্তিত্বের যন্ত্রণার উৎসমুখ হিসেবে দেখেন। এই ভাবে দেখলে যে মেয়েরা সমকামী হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন না কিন্তু বিসমকামী-পিতৃতন্ত্রকে প্রতিরোধ করেছেন, বিয়ে বা মাতৃত্বকে অস্বীকার করেছেন, মেয়েদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে জীবনযাপন করেছেন, অনেক মেয়েদের সঙ্গে রোমান্টিক অনুভূতিপূর্ণ সম্পর্কে জড়িয়েছেন, তাদের সবাইকেই লেসবিয়ান যৌথ জগতের অন্তর্গত বলে ধরা যায়।

বিসমকামিতাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে, নারী সমকামিতাকে প্রতিবাদী, অস্বাভাবিক, বিকল্প, প্রান্তিক ইত্যাদি ভাবে না দেখে রিচ লেসনিয়ানিজম-এর অবস্থান থেকে বিসমকামিতার স্বাভাবিকতাকেই চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বিসমকামিতাকে শ্রেণী, বর্ণ ইত্যাদির মতই একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেন। এই প্রতিষ্ঠান বিয়ের মধ্যে দিয়ে পুরুষদের সুবিধাজনক অবস্থান এবং মেয়েদের অধীনতা বজায় রাখে।

এর মধ্যে দিয়ে পুরুষ মেয়েদের যৌনতায় অবাধ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পায়। এই নিয়ম বিসমকামী ও সমকামী দুই ধরনের নারীকেই দমন করে। রিচ দেখাচ্ছেন কী করে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, রোমান্স সম্পর্কে প্রচারিত ধারণা, বিসমকামী সম্পর্কের সঙ্গে সামাজিক সুবিধার যোগ, মেয়েদের কাছে বিসমকামী সম্পর্ককেই একমাত্র কাম্য বলে তুলে ধরে। যদিও এই সম্পর্কে মেয়েদের অবস্থান সব সময়েই অধীনের ভূমিকায়। বিসমকামিতার একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে রিচ যেন ৯০-র দশকে আমরা 'গে' আন্দোলন থেকে 'কুইয়ার' আন্দোলনে যে বদলের সূচনা দেখেছি, গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল, ট্রানসজেনডারড, কুইয়ার সবার কণ্ঠস্বরের অন্তর্ভুক্তির দাবি দেখেছি, তারই এক আগাম ঘোষণা আমাদের শোনান। এই আন্দোলন প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে সমকামিতার স্থান দাবি করার আন্দোলন নয়, যে বিসমকামিতা সমকামী যৌনতাকে প্রান্তিক বলে চিহ্নিত করে, তার আসন টলিয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

রিচের সমকামী ও বিসমকামী মহিলদের মধ্যে ঐক্যকামী মতবাদ ভারতে নারী আন্দোলনের আলোচনায় বিশেষ ভাবে সহায়ক হতে পারে। ভারতে নারী আন্দোলন বহু দিন পর্যন্ত যৌনতা নিয়ে অস্বচ্ছন্দ ছিল। এই আন্দোলনে একটা বামপন্থী ঝোঁকের প্রাধান্য থাকায় সাক্ষরতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হিংসার তুলনায় যৌনতাকে বুর্জোয়া, তুচ্ছ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় বলে মনে করা হত। যৌনতার প্রশ্ন কেবলমাত্র কোনও সংকট, 'অনার কিলিং', কোনও সমকামী মেয়ের আত্মহত্যা – এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে আলোচিত হত। সমকামী মেয়েদের সংগঠন নারী আন্দোলনের মধ্যে তাদের স্বীকৃতির আন্দোলন চালিয়ে গেছে, এমন কী ৮ই মার্চের মিছিলে সমকামী নারী সংগঠনের পতাকা নিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ করাও হয়েছে কোথাও। এমন কী যখন নারী আন্দোলন সমকামী মেয়েদের দাবিকে 'স্থান' দিয়েছে, তখনও সেটা কোনও সমকামী মেয়েদের ওপর অত্যাচারের কোনও ঘটনার নৃশংসতার প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে, ঠিক তাদের দাবির স্বীকৃতি হিসেবে নয়।

রিচ যে ভাবে বিসমকামিতাকে সব মেয়েদের ওপরেই নিপীড়নের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখান, তা থেকে বোঝা যায় কেন বিসমকামী নারী আন্দোলন তার বিসমকামিতার মূল ধারণাগুলোকে প্রশ্ন না করে সমকামী নারীদের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। সমকামী নারী আন্দোলন সব মেয়েদেরই বিসমকামিতা আর পিতৃতন্ত্রের মধ্যে যোগগুলো বুঝতে সহায়তা করে। এই বোধে না পৌঁছলে বিসমকামী মেয়েদের আন্দোলন সব সময়েই সমকামী মেয়েদের সমস্যাকে 'ওদের সমস্যা' বলে দেখবে। তার ফলে নারীবিদ্বেষ আর সমকামী নারীর প্রতি বিদ্বেষ, যৌনতা আর সামাজিক লিঙ্গ, সমকামী নারী আন্দোলন আর নারী আন্দোলন যেন আলাদা ভাবেই দেখা হতে থাকবে।

নারী আন্দোলনকে যেমন আরও বেশি করে বিসমকামী ও সমকামী যৌনতা নিয়ে ভাবতে হবে, সমকামী নারী আন্দোলনকেও তেমনই নিজেদের বৃত্ত ছেড়ে বৃহত্তর নারী আন্দোলনে সামিল হতে হবে, কেবল নিজেদের অন্তর্ভুক্তির দাবি নিয়ে নয়, আরও বেশি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে। সমকামী আন্দোলনকেও বুঝতে হবে যে এ আন্দোলন কেবল সমকামী নারীদের মানবাধিকারের আন্দোলন আর আত্মপরিচয়ের আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন নিজেদের আর অন্যদের বদলে দেওয়ার আন্দোলন। তাঁর কবিতায় রিচ দেখিয়েছেন, লেসবিয়ানদের যেমন তাদের নিজেদের ভাষা তৈরি করতেই হবে তা না হলে তারা নিজেদের জীবন আর বাস্তবগুলিকে বর্ণনা করতে পারবে না, তেমনি সেই ভাষা যেন অন্যদের কাছেও বোধ্য হয়ে ওঠে সেই দায়িত্বও তাদের নিতে হবে। নতুন উচ্চারণ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে সবার বোধগম্য একটা ভাষার স্বপ্ন যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

রিচ লেখেন :

দুটি মেয়ে এক সঙ্গে
সভ্যতার ইতিহাসে অসম্ভব এই আখ্যান
দুটি মানুষ এক সঙ্গে
কী সাধারণ, আর তাই কী মহান

এমন একটা ভাষা চাই যাতে সাধারণত্ব আর মহত্ব একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে বাঁচতে পারে, এই ভাষাকেও তাই হতে হবে বিপ্লবীর মত মহান আবার আটপৌরের মত সধারণ।

■ *পারমিতা - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা চর্চা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক, ইংরাজী বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, এবং তিনি ইংরাজী বিভাগে এম. এ. পাঠক্রমে কুইয়ার স্টাডিজ বিষয়টি চালু করেন।*

The Politics of Lesbian Visibility in Indian Socio-Cultural Context

contd. from Page 4

visibility many folds in areas discussed so far. Visibility in the field of health and medicine is another milestone to cross. "Without a visual identity, we have no community, no support network, no movement. Making ourselves visible is a political act, making ourselves visible is a continual process".[4] So we will go on with our indomitable spirits. Along the way, I am sure, we shall be able to win over more support from different cross-sections of the society to visibilize our issues and validate our rights. Let's walk hand in hand, let's build strand by strand!

Acknowledgement: I am indebted to Ms. Minakshi Sanyal, Dr. Ranjita Biswas and Ms. Sumita Bandyopadhyay for extending their helping hands as and when necessary during writing this paper.

Notes :

[1] Akanksha and Malobika. 2007. "Sappho - A Journey through Fire" in *The Phobic and the Erotic: The Politics of Sexualities in Contemporary India,* ed. Brinda Bose and Subhabrata Bhattacharya. London; New York; Calcutta: Seagull Books.

[2] Afkhami, Mehnaz. 1995. "Introduction" in *Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World,* ed. Mehnaz Afkhami. London: I. B. Tauris & Co Ltd.

[3] Little Magazine occupies a special space within the great riches of Bengali literary heritage. In their own unique ways, little magazines provide some famous and mostly not so famous yet talented writers a common platform to exchange their views and raise their voice. It also embodies a modernist literary movement of small literatures. Contemporaneity and creativity are the two salient features of little magazines. The Little Magazine explosion in West Bengal took place after 1961 and changed the publication gamut. Kolkata Book Fair is always a special space for such magazines and provides a separate pavilion where many hundreds of such little magazines from various parts of West Bengal and outside assemble together.

[4] Biren; Joan E. 1981. "Lesbian Photography – Seeing Through Our Own Eyes" in Visual Communication, 9(2), Spring, pp. 81-96

■ *Akanksha* – Co-Founder of *Sappho* and *Sappho for Equality*

From Sisterhood and Feminist Solidarity to Affinity

Professor Dr Saskia E. Wieringa

Introduction

In the seventies and eighties of the last century two major debates dominated feminism and particularly its potential to mobilise resistance against women's subordination: around sisterhood and solidarity. The concept of sisterhood had become a key concept around the beginning of the Second Feminist Wave but was soon criticised for its bourgeois, racist overtones. Focusing on the concerns of white middle-class women, large segments of women felt excluded from the call to an all-women's sisterhood, supposedly based on a similarly experienced oppression. Solidarity was then proposed to replace the call for sisterhood. From the 1990s onwards postmodern thinkers criticised the essentialism upon which both previously mentioned concepts were based. In its turn many feared, myself included, that the postmodern emphasis on the conditionality of truth claims might undermine the whole feminist project. More recently the call for feminist politics based on the principles of affinity is heard. Under what conditions are affinity groups able to more effectively strategise against gender-based and other kinds of oppression and injustice?

This paper sketches the development in feminist thinking from sisterhood to affinity. As a case study it assesses a recent attempt at feminist organizing based on the principle of affinity, the European Feminist Forum (EFF), organised by the International Information Centre and Archives for the Women's Movement in Amsterdam (IIAV). The EFF was organised on the principles of organisation from the bottom up and non-hierarchy. Neither feminism nor Europe was presented as pre-defined concepts. Rather individuals were invited to advance the concerns they considered important for a feminist and European-based forum. The IIAV-based secretariat mobilised all-European affinity groups with the use of advanced ICT, via video-conferences, and an inter-active website. However successful the affinity groups were (at some stage over 3000 people all over Europe participated in the dialogues) in the end it was impossible to raise the required funds for the proposed major event, the coming together of hundreds of self-defined European feminists in the EFF in June 2008. Was this a conceptual failure, or did we just run up against the practical limits of feminist organizing within the European context?

Feminism between sisterhood and solidarity

In the 1970s the burgeoning women's movement in the west saw the need to stimulate the creation of a feminist consciousness. It did so by stressing the commonality of women's oppression in the family, sexuality, economics and politics. The fight against sexism and patriarchy, it was thought, would only be won if all women would realize the common cause of these evils and act in solidarity with each other (Morgan 1970). Not only western women, it was argued, but women the world over suffered from similar forms of oppression and should act together based on the inner bond of womanhood (Morgan 1984). Starting in the early 1980s an uneasiness grew with the concept of sisterhood defined in this way. Women of color charged that the notion of sisterhood was grounded in a white bourgeois feminism that disregarded issues of race and class (Hooks 1984; Mohanty 2003). They suggested the concept of 'solidarity' was strategically more powerful. It rested, they argued, not on the assumption of sameness of oppression and allowed for a greater differentiation (for instance as far as class and ethnicity were concerned) of the roots of oppression. The inner bond that would naturally lead to solidarity was not a pre-given, stable phenomenon, so they maintained, but should be constructed in practical political struggles.

Hooks claimed that solidarity cannot grow of itself but needs a sustained, ongoing commitment. Later Mohanty adds, writing on transnational feminism, that solidarity should not be seen as a pre-given phenomenon but should be constituted in practice, through the process of working together. Thus the challenge is 'to construct the universal on the basis of particulars/differences' (Mohanty 2003: 7). This opened up wide debates on differences among women and the possibilities of organizing around differences. What was needed was not a solidarity based on sameness, but action built on a coalition of 'solidarity [constructed] among strangers', as Dean posited (1996).

Postmodern critiques

Many of these feminist thinkers were influenced by the postmodernist deconstruction of both the truth claims of various modernist projects (such as Marxism and liberalism) and of the supposed unitary subject of these modern streams of thinking. It was realized that the subject should be seen not as an essential entity with pre-given characteristics and interests, but as a constructed one (Benhabib 1992, Butler 1992). Rather than working within established theoretical traditions, postmodernist thinkers are thinking in terms of multiple truth claims and heterogeneous identities, they 'think in fragments' as Flax lucidly wrote (1990).

Contrary to those who worked from the idea of a pre-given sisterhood in which the feminist subject was constituted in advance, the idea took root that individuals are constructed through a process of interacting and associating with others. As Bourdieu put it, individuals are socialized in their particular habitus, which both organizes their behaviour and produces the emotions belonging to them (Bourdieu 1980). Women, and for that matter all subjects are discursively constructed, their position or behaviour is not naturally given. This creates a dilemma for feminist politics. As phrased by Haraway: if 'there is nothing about being "female" that naturally binds women', then who should feminist movements represent (Haraway 1991: 155)? Haraway is the first feminist author to discuss the possibilities of a politics of coalition-building built on affinity: 'This [postmodernist] identity marks out a self-consciously constructed space that cannot affirm the capacity to act on the basis of natural identification, but only on the basis of conscious coalition, of affinity, of political kinship '(Haraway 1991: 156).

Thinking about feminist and sexual politics on the basis of affinity opens the ground for the building of rainbow coalitions, built on shifting political practices. According to the political project at hand a coalition is built around that project, of people and organizations who from whatever position they stand on, agree to collaborate. Thus the web of solidarity is cast much wider: one doesn't have to 'be' a transgender, or a lesbian, or a member of a minority ethnicity or religion, to fight for that cause. This is a great step forward from the 1970s, when I remember that fights were waged as to who might enter the Amsterdam women's house that had recently been squatted by us. Only 'real' women (whoever

that might be), or also MTF transgenders? (Male plumbers or electricians were totally banned; this had disastrous effects on the overall condition of the house at a time when hardly any women had entered those professions).

Dead end ? Challenges 'women' as a category

But how to build a coherent political strategy on the basis of multiple truths and fleeting identities? Many feminists assert that postmodern feminism, which sees gender as a construction and challenges 'women' as a category, is a dead end for political feminism as a movement. Whelehan for instance articulates one of the common critiques of postmodern anti-essentialism (i.e., the absence of a unified, stable, universal subject) when she notes that the postmodern feminist positioning is politically self-defeating from the very start. Postmodern feminism describes itself as 'merely' one of many discourses, and this positioning provides no tools to defend itself against 'current materially and economically powerful political truth claims' (Whelehan 1996: 198). According to this argument, postmodern feminism is a useless political stance, as 'without a shared experience of oppression – an identity – political demands cannot be articulated in the first place' (Lloyd 2005: 55). A second critique touches also upon anti-essentialism but approaches it from a different angle: it argues against the postmodern understanding of identity 'as unstable and thus merely "strategic"', and criticizes it for seeing identity 'as either naive or irrelevant' (Mohanty, 2003: 6).

The emergence of affinity

Does the concept of affinity and the practice of building non-hierarchical, self-defined affinity groups provide a way out of this postmodern conundrum? The organizers of the EFF at the IIAV decided upon building a European platform in line with the notion of 'affinity', as used by Haraway (1991) and consistent with Mouffe's notion of collective identities (Mouffe 2005:2). Contrary to the idea of an identity based on solidarity, affinity does not have to be founded on an underlying consensus among members of the group; political identities are formed in an act of negating the constructed 'them' (Lloyd 2005:163). It is thus not the commonality of the 'us' that binds the affinity group, but rather the fight against a common, or at least commonly defined enemy. The process of defining and thus constructing the enemy, be it racism, sexism or capitalism binds the identity of those who decide to oppose it. There appears thus a political frontier between the 'we' and the 'them' by the act of articulation: new subject-positions need to be named and accounted for through the negation of certain 'them', for example, as anti-racism, anti-sexism, anti-capitalism. Thus new, pragmatic and contingent political identities arise when a political conflict is voiced (Mouffe 2005:18, 78). There is no pre-given identity, neither of the 'we' nor of the 'them', the enemy, previous to the process of articulation and differentiation. So the issue of solidarity shifts, from the commonality of oppression to having a common enemy. This process is deeply political and always entails the ethical responsibility for making decisions about unavoidable exclusions. Mouffe uses the Derridian concept of deciding upon the 'undecidable' to indicate the conceptual impossibility of overcoming differences in the democratic system, which means that power, and therefore exclusion, constitutes every social system and every temporary consensus; that is why the conflict is, and should be, constitutive to a truly pluralist democracy (Mouffe 2000:136-137).

Prior to Haraway's discussion of affinity the concept was articulated in anarchist circles. The first affinity groups were characterized by a commitment to direct action, close personal relationships and an absence of hierarchical structure. The idea of affinity groups comes from the anarchist and workers' movements of late 19th century Spain, who later fought against fascism during the Spanish Civil War. At the same time that the Affinity Group model was being adopted by the antiwar movement in the 1960s, small 'consciousness raising' groups of women were forming. From the late 1960s onwards there was a 'transformation of feminist notions of political intervention' (Whelehan 1996: 8). Feminists were breaking with 'both traditional lobbying tactics and to some extent (…) left-wing oppositional politics', which were dominated by men and offered no space for women's agendas (Whelehan 1996: 8). Affinity Groups have most recently been associated with the anti-globalization movement and the ways in which young people get involved in social movements.[1]

The European Feminist Forum[2]

The Amsterdam-based International Information Centre and Archives for the Women's Movement (IIAV) was among the initiators of the European Feminist Forum (EFF) and took on the role of housing the international Secretariat to facilitate the process. A number of leading European networks are the Forum's engine. These include the Karat Coalition, a network of women's NGO's from Central and Eastern Europe, the Network of Women in Development in Europe (WIDE) and Astra, the Central and Eastern European Women's Network for Sexual and Reproductive Health and Rights. It is striking that initiatives and networks from Central and Eastern Europe seem to have been better represented than Western and Northern European movements.

The IIAV preserves the history and cultural heritage of women's movements and develops information services to make historical and contemporary material regarding women's lives and experiences accessible (Wieringa 2008). The IIAV's innovative approach to using Information and Communications Technologies (ICT) for women's movements worldwide (McDevitt-Pugh 2008) made a significant contribution to the European Feminist Forum's design, placing it in the vanguard of feminist organizing today. Documenting and preserving existing knowledge is a challenging undertaking, as is creating an environment where the knowledge that is needed to influence the future can be produced. This is why the IIAV offered to facilite the European Feminist Forum process: to allow feminists of diverse national, professional and activist backgrounds to network and organize across a range of issues, forming new alliances and setting up strategic new political agendas to bring about change in Europe (Dütting and Semeniuk 2008).

The European Feminist Forum organizers' idea was that a variety of different groups could be formed, preferably groups that would cross national borders (IIAV 2007). No agenda was set beforehand, issues were not defined previous to the call to form affinity groups. They also believed that the groups could include participants who did not immediately identify as feminists. Therefore alliances would not require previous solidarity. The groups would use the affinity group model to start a debate within the framework of the European Feminist Forum. These affinity groups would be a meeting point for both organizations as well as individuals. It was felt that this type of loose organization would be close to the realities of European women's movements today. Increasingly, political and feminist groups have scarce resources and little money. In Western Europe, the women's movement has lost most of its funding over the last fifteen years. Consequently, most feminists do not have financially sound organizations behind them. Many feminists are employed outside the women's movement and do their feminist work on a volunteer basis. Recently, this process has also affected the Central and Eastern European countries that have joined the European Union (Lohmann 2007).

Does the affinity group model adopted by the organizers and the use of a postmodern theoretical framework stand up to the critique on postmodern politics as articulated above? Who were the subjects and what were defined as the dividing lines between 'us' and 'them' in organizing the European Feminist Forum? After over a year of work to develop the affinity group structures, which resulted in numerous events, articles, common plans for action, a web site full of materials and a vast network of committed people, the organizers never once discussed who 'women' were or what 'feminism' was. They did not debate whether men could be part of feminist movements, and, in fact, an Affinity Group of male feminists was formed. They became a part of the Forum because they answered the initial open call to get involved. In the call, the European Feminist Forum organizers invited 'all interested in a broad forum on key issues for feminists across Europe, however they wish to define Europe.' Therefore, without discussing what could be defined as 'Europe', affinity groups were also based in Central Asia and the South Caucasus. By answering the call, they defined a new Europe (Dütting and Semeniuk 2008).

The organizers did define, and in a sense arbitrarily 'closed', the Forum when they named it the *European Feminist* Forum. In their analysis, the secretariat concluded that this name opened up the subject more than it narrowed it, allowing for a redefinition of 'European' and 'feminist'. A variety of people accepted the invitation that previously might not have been included in these categories, and new groups simply emerged, inspired by this open call.[3] The groups were working towards common strategies and were looking for shared goals to enable them to unite forces to advance concrete points on their agendas. But whether a defined 'European feminist' subject will emerge in this process is doubtful and indeed the question emerges of whether that would be at all desirable. The aim was to build alliances, to create ideas, inspiration and energy, and to enlarge the collective 'we' as European feminists (Dütting and Semeniuk 2008).

Discussion

Does this model of organizing stand up to Whelehan's and Mohanty's critiques of the pitfalls of postmodern feminism? The major point of debate is that postmodernist feminism is virtually apolitical. Chantal Mouffe however, on whom the organizers relied a great deal, states that political subjects are always necessarily collective subjects, constructed along the 'we' / 'they' binary. By spotting the adversaries ('they'), the political 'we' emerges from which 'they' are excluded. Mouffe recognizes that the political sphere is always governed by a hegemonic discourse of the most powerful group (Mouffe 2000: 21). However, she states that every political 'we' desires such hegemony – even a 'we' defining themselves as postmodern feminists. To challenge the current hegemonic discourse and to struggle against subordination, politically identified groups need to enter the political sphere and challenge current interpretations of the principles on which the political sphere rests. (Mouffe 2005:150). Thus by definition the affinity groups are political entities, as in the process of constructing themselves they articulate a common agenda against a particular enemy, a deeply political process.

Mohanty's critique is that postmodern relativism renders identity-based politics irrelevant, as identities are seen as inherently unstable.The organizers countered that there is no point in 'eradicating' the identities of those involved in the affinity groups. They were aware that postmodern feminist thought is often criticized for originating in the ivory tower of academia and having nothing to do with everyday women's struggles. Butler's performativity theory for instance is often misconstrued as pointing to identities that can be changed as one changes one's set of clothes (Butler 1992). There is no contradiction between identities being constructed and identities affecting women in real, often painful, ways. That would mean to construct a European feminist identity that incorporates multiple oppressions. Conceptually then the affinity group model the EFF organizers adopted looked attractive and was successful, as many thousands of self-identified European feminists joined the discussion fora and new issues emerged on the agenda.

Practically though there were numerous obstacles that in the end defeated the process and prevented for the actual Forum to have taken place. Apart from mobilizing so many women and men, the end products of this whole experiment in feminist organizing are now a Youth Forum, and a book that will synthesize the process.[4] What prevented the EFF from becoming a total success? A number of barriers have to be mentioned: the diversity of European languages and the large distances in Europe, the opposition between a professional organization as the IIAV and the mostly unfunded, volunteer-based networks, and the limitation to those people with access to the internet.

The process of constructing affinity groups relied heavily on Internet-mediated communication, with all its drawbacks. Access to ICT, like access to other previously existing media for transmitting and sharing knowledge, is far from universal. In relying on it 'there is a danger of sliding into the world divided between the info-poor and the info-rich, with women, as we know only too well, ending up at the gates of technology and information' (Arizpe 1999: 15). Limiting participation to the 'info-rich' is a common failure of all social organizing in cyberspace.

A major stumbling block for the affinity groups was the lack of organizational capacity of the participating networks and organization. They all grappled with a lack of resources; this problem prevented the growth of each group and limited the scope of activities that they were able to undertake. Most groups lacked the security that sufficient funds, paid staff, and available time make possible. Groups had to rely on volunteer labor to keep the process going. They found it difficult to branch out beyond their core group (Dütting and Semeniuk 2008).

The IIAV on the other hand is a professional organization with paid staff and strict control mechanisms in place. Not only does this result in a conflict between working styles, it also leads to financial inequalities. A large part of the limited budget that was raised was gobbled up by salaries at the IIAV. While the volunteers didn't get paid. This led to tensions. On the other hand without the drive and the time investment of the IIAV-paid secretariat the immense effort to organize such a far reaching process could never have been made.

A major problem for European feminist organizing is the diminishing support for women's organizing at the national level, while at the European level there are hardly any funds available (and if there might be funding possibilities the prohibitive bureaucracy involved deters many groups to go after it).

Conclusion

The affinity model is attractive and it has certain possibilities for creating feminist agendas and facilitating feminist organizing. As the example of the EFF demonstrates the affinity groups were able to do justice to the diversity of concerns that have been expressed. The model also allowed for a wide variety of views and analyses on the issues brought forward. Thirdly, it created space for very diverse local contexts and a sufficient sense of 'we' to facilitate exchange and future action among diverse groups. This model has the possibility to overcome the political inertia that

postmodernist feminism has created in many quarters, while it still draws upon postmodernism's valid contributions on subjects and diversity. These issues were identified out by the organizers (Dütting and Semeniuk 2008).

In addition the affinity groups were non-hierarchical and were able to build themselves in novel ways, gradually articulating their own positions while focusing on what they opposed. They were inclusive, not working from pre-given identities or pre-established concerns. The mobilizing power of the affinity model is encouraging, particularly because of its flexibility and openness. The use of new media makes it possible to have a wide exchange of ideas and to reach an audience that otherwise might not be so inclined to join a feminist network.

The problems identified are mainly pragmatic, lack of funds, difficulties in communicating due to language and distance barriers, lack of time and organizational capabilities due to a volunteer-based model. But it would be an illusion to see these issues as merely practical. For they do point to a serious concern, the inbuilt instability of the model, its lack of sustainability and the inevitable contradiction between a professional way of organizing and a more spontaneous, flexible one.

A serious challenge is thus how to create an affinity group model that is sustainable. That is able to deal with the inevitable hierarchy of professionalization that funders require. And that yet remains flexible and transparent and able to mobilize the enthusiasm of diverse groups. This requires not only new thinking along the lines of political mobilization the affinity model allows, but also a new feminist politics: idealist yet pragmatic, professional, transparent, able to build alliances with diverse groups as well as established interests. The thinking that goes with this should move beyond closing ranks in opposition to constantly differently defined enemies. The kind of professionalism required for dealing with complex organizational problems and huge amounts of funding needs more stability than shifting identifications and fragmented truths allows.

Bibliography:

Arizpe, Lourdes (1999) 'Freedom to Create: Women's Agenda for Cyberspace' in: Harcourt, Wendy (ed.) *Women@Internet: Creating New Cultures in Cyberspace*, London & New York: Zed Books.

Benhabib,Seyla, 1992, Situating the Self; Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. Cambridge: Blackwell

Butler, Judith, 1992, Contingent Foundations: Feminism and the Question of "Postmodernism". In: Judith Butler and Joan W. Scott eds: Feminists Theorize the Political. New York and London: Routledge.

Coote, Anna & Campbell, Beatrix (1982) *Sweet Freedom: The struggle for women's liberation*, Oxford: Basil Blackwell.

Dean, Jodi, 1996, Solidarity Among Strangers; Feminism after Identity Politics. Berkeley: University of California Press.

Desai, Manisha (2002) 'Transnational solidarity: women's agency, structural adjustment, and globalization' in: Naples, Nancy, A. & Desai, Manisha (eds.) *Women's Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics*, New York: Routledge.

Dütting, Gisela and Joanna Semeniuk, 2008, Pioneering New Feminist Organizing – Affinity Groups and the Creation of the European Feminist Forum. In: Saskia E. Wieringa (ed.) Traveling Heritages; New Perspectives on Collecting, Preserving and Sharing Women's History. Amsterdam: Aksant. Pp213 – 229.

Flax, Jane, 1990, Thinking Fragments; Psychoanalysis, Feminism, & Postmodernism in the Contemporary West. Berkeley: University of California Press.

Haraway, Donna, J. (1991) *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, London: Free Association Books.

Harcourt, Wendy (2005) 'Cyberspace as a networking tool for feminists' in *labrys, estudos feministas / études feminists,janeiro / julho 2005 - janvier /juillet 2005* (See: http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys7/cyber/wendy.htm, last accessed 2/12/2007).

Hooks, Bell (1984) *Feminist theory from margin to center*, Boston: South End Press.

IIAV, Karat Coalition (2007) *European Feminist Forum. A project description and budget proposal*, internal document.

Lloyd, Moya (2005) *Beyond identity politics. Feminism, power & politics*, London: Sage Publications.

Lohmann, Kinga (2007) *Financing for gender equality and the empowerment of women in Eastern Europe*, Paper for the United Nations Expert Group Meeting on Financing for gender equality, Oslo, Norway, 4-7 September 2007 (See: http://157.150.195.10/womenwatch/daw/egm/financing_gender_ equality/ExpertPapers/EP.%2013%20Lohmann.pdf , last accessed 2/12/2007).

Mc Devitt-Pugh, Lin, 2008, Coming Full Circle – A History of the IIAV's International Work. In: Saskia E. Wieringa (ed.) Traveling Heritages; New Perspectives on Collecting, Preserving and Sharing Women's History. Amsterdam: Aksant. Pp 131-149.

Mohanty, Chandra (2003) *Feminism without Borders Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, Chapel Hill NC: Duke University.

Morgan, Robin, 1970, Sisterhood is Powerful; an Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement. New York: Random House.

Morgan, Robin, ed., 1984, Sisterhood is Global; the International Women's Movement Anthology.. New York: Anchor Books.

Mouffe, Chantal (2000) *The Democratic Paradox*,. London and New York: Verso.

Mouffe, Chantal (2005) *The Return of the Political*, London and New York: Verso.

Mouffe, Chantal (2007) *Agonistic Public Spaces and Democratic Politics*, paper presented on the 24th November 2007 at 'Be[com]ing Dutch' Caucus; the Van Abbemuseum, Eindhoven (See: www.becomingdutch.com).

Nicholson, Linda J. ed 1990, Feminism/Postmodernism. New York and London: Routledge.

Wieringa, Saskia E. ed 2008, Traveling Heritages; New Perspectives on Collecting, Preserving and Sharing Women's History. Amsterdam: Aksant.

Whelehan, Imelda (1995) Modern *Feminist Thought: From the Second Wave to 'Post-Feminism'*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Notes :

[1] Affinity groups have most recently appeared in the anti-globalization movement.

[2] The following analysis of the EFF is partly based on the article of Dütting and Semeniuk (2008) in Wieringa (2008) and discussions with the authors and Lin McDevitt-Pugh, of the IIAV as well as some internal documents.

[3] An example is the formation of a network of Imazighen (Berber) feminists in The Netherlands who had not been previously organized.

[4] The Youth Forum has been held, the book is still being drafted.

■ Saskia is a Professor at the University of Amsterdam, holding the chair of Gender and Women's Same Sex Relations cross culturally. She is the Director of the International Information Centre and Archives for the Women's Movement, Amsterdam and HRSC (Human Rights, Sexuality and Culture) Consultancy and Scientific Director of the European Sexuality Resource Centre at the IIAV. She has long experience of activism in women's, lesbian and third world solidarity movements.

Sappho for Equality &
The Pratyay Gender Trust
present

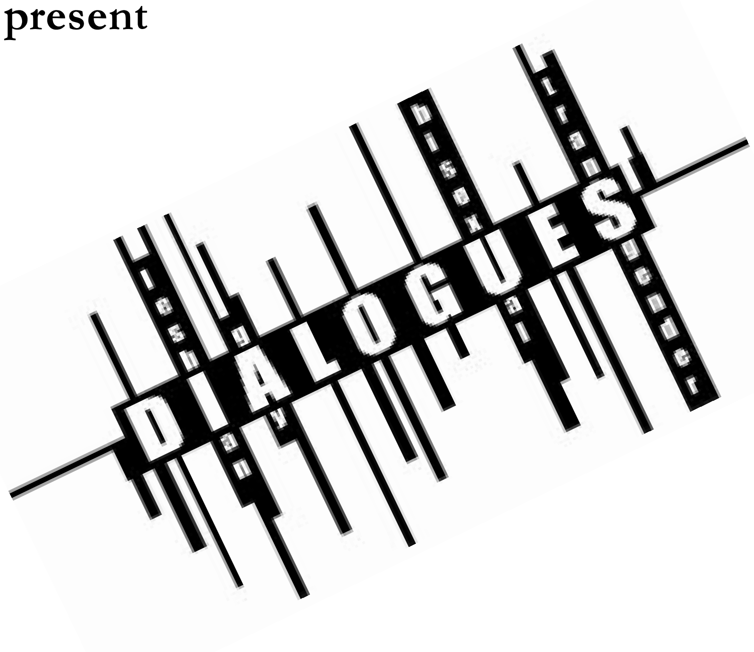

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
Film & Video Festival Calcutta
June 2009
For details contact - 2441 9995

Our Activities and Services

Sappho for Equality
11A Jogendra Gardens (South)
Kolkata - 700 078
West Bengal, India
91 33 2441 9995

Our Vision and Mission

Our vision is a society free of sexuality-based discriminations, where rights of the sexual minorities will be ensured.

The mission of our organization is to address the issues of sexually marginalized women in our society and to broaden the struggle for democracy for their equal rights, within the nation-state and beyond.

Let us walk hand in hand,
Let us build strand by strand.

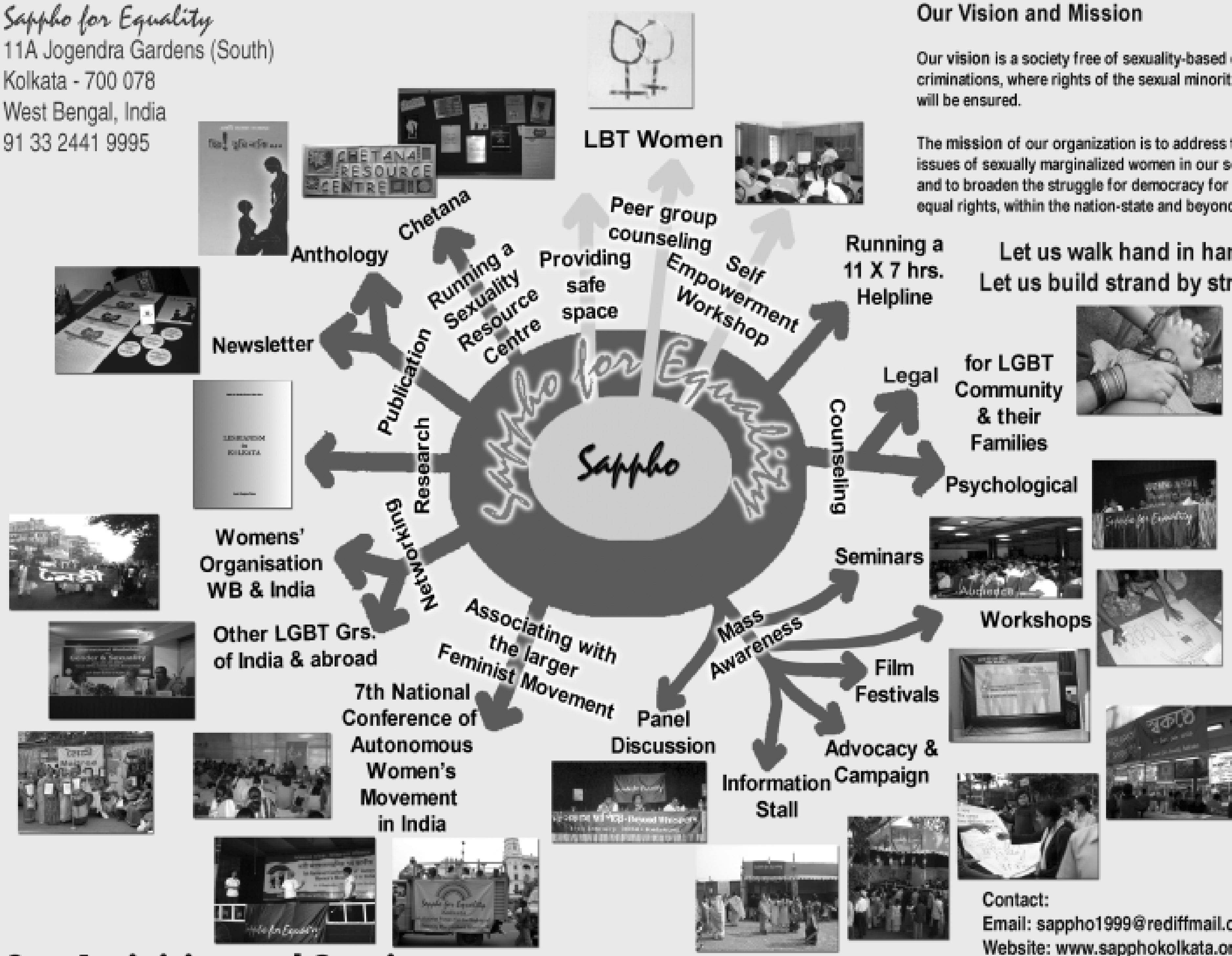

Contact:
Email: sappho1999@rediffmail.com
Website: www.sapphokolkata.org
Helpline : 9831518320 (10am-9pm)

New arrivals at Chetana Sexuality Resource Centre

	Title	Author(s)/Editor(s)	Publisher
1.	Bears on Bears – Interviews and Discussions	Ron Jackson Suresha	Alyson Publications, Los Angeles, New York (2002)
2.	Conditions of Love – The philosophy of intimacy	John Armstrong	The Penguin Press, USA (2003)
3.	Female Sexualization – A Collective Work of Memory	Frigga Haug et al. Translated by – Erica Carter	Verso Classic Edition London and New York(1999)
4.	Femme/Butch : New Considerations of the Way We Want to Go	Michelle Gibson and Deborah T. Meem	Harrington Park Press, New York, London, Oxford. (2002)
5.	Gay and Lesbian Writers – Adrienne Rich	Amy Sickles	Chelsea House Publisher, USA (2005)
6.	Gender Queer: Voices from Beyond The Sexual Binary	Joan Nestle, Clare Howell and Riki Wilchins (Eds.)	Alyson Books, Los Angeles, New York (2002)
7.	Identity Poetics – Race, Class, and the Lesbian-Feminist Roots of Queer Theory.	Linda Garber	Columbia University Press, New York (2001)
8.	Lesbian Desire in the Lyrics of Sappho	Jane McIntosh Snyder	Columbia University Press, New York. (1997)
9.	Lesbian Pulp Fiction – The Sexually Intrepid World of Lesbian Paperback Novels 1950 - 1965	Katherine V. Forest (Ed.)	Cleis Press, US (2005)
10.	New Life : Selected Stories	Vijai Dan Detha	Penguin Books (2008)
11.	On the Fringe – Gays and Lesbians in Politics	David Rayside	Cornell University Press, Ithaca and London (1998)
12.	Queer in Russia – A Story of Sex, Self and the Other.	Laurie Essig	Duke University Press, Durham and London (1999)
13.	Sakhiyani: Lesbian Desire in Ancient and Modern India	Giti Thadani	Cassell (1996)
14.	Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality	Anne Fausto-Sterling	Basic Books, NY (2000)
15.	Sexology Uncensored – The Documents of Sexual Science	Lucy Bland and Laura Doan (ed)	Polity Press, UK (1998)
16.	Structure and Perversion	Joel Dor	Other Press, New York (2001)
17.	The Apparitional Lesbian – Female homosexuality and modern culture	Terry Castle	Columbia University Press, New York (1993)
18.	The History of Doing: An Illustrated Account of Movement for Women's Rights and Feminism in India, 1800 - 1990	Radha Kumar	Zubaan, New Delhi (2007)
19.	The Phobic and the Erotic :The Politics of Sexualities in Contemporary India	Brinda Bose and Subhabrata Bhattacharya (Ed.)	Seagull Books, London, NY, Calcutta (2007)
20.	The Testosterone Files –My Hormonal and Social Transformation from FEMALE to MALE	Max Wolf Valerio	Seal Press, CA (2006)
21.	Un/Popular Culture – Lesbian Writing After the Sex War	Kathleen Martindale	State University of New York Press, (1997)
22.	Virtuous Vice - Homoeroticism and the Public Sphere	Eric O. Clarke	Duke University Press, Durham and London (2000)
23.	Yaraana	Hoshang Marchant (Ed.)	Penguin Books (1999)
24.	*Manabi Tomar Naam*	Sumita	Sappho for Equality (2008)
25.	*Tepantar (6)*	–	Sanhati (2008)

হোমোফোবিয়া থেকে মুক্তি পান ঃ অধ্যয়ণ করুন সহজ প্রণালী ঃ ১৫ মিনিটে আরোগ্য

শ্রাবস্তী বসু

এই বিশুদ্ধ প্রণালী শিখলে আপনি অচিরেই মুক্তি পাবেন হোমোফোবিয়ার অসুখ থেকে। আজ্ঞে হ্যাঁ এটা অ-সুখ এবং সংকীর্ণতা। যাঁরা শক্ত শক্ত ল্যাটিন শব্দ মনে রাখতে পারেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন পৃথিবীতে কতশত ‘ফোবিয়া’ আছে! ‘ফোবিয়া’ গুলো সবই একধরণের মানসিক অ-সুখ - যেমন আরশোলাকে ভয় পাওয়া, বদ্ধ জায়গায় থাকতে ভয় পাওয়া - সব! তবে কি জানেন আরশোলার সঙ্গে আপনার এ জন্মে যদি বন্ধুত্ব নাও হয় তবে আরশোলা কিন্তু অতো দুঃখ পায় না, পেলেও আপনি জানতে পারেন না। কিন্তু হোমোসেক্সুয়াল মানুষকে দেখলেই যদি ভয় পান বা জানতে পারলেই তাঁদের এড়িয়ে চলেন তাহলে তাঁরা কিন্তু যারপরনাই দুঃখ পাবেন, তাঁরা যে দুঃখ পাচ্ছেন এটা বুঝতেও আপনার অসুবিধে হবে না বেশিরভাগ সময়েই। এইটা ভুলবেন না।

আমরা আজ একটু উওম্যান টু উওম্যান বাক্যালাপ করবো। আলোচনা হবে মহিলা কেন্দ্রিক। কেমন? অতএব বান্ধবীগণ, আজ থেকে আপনাদের আর লেসবিয়ান দেখলে ভয় পেতে হবে না। আর এই প্রণালী বা ক্র্যাশ কোর্স শুরু করার আগে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, মনে রাখবেন এই কোর্স নেবার পর প্রথম সাতদিন সকালে এটা তিনবার করে বলবেন। এই মন্ত্রের মন্ত্রগুপ্তি নেই কিন্তু! বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিলে বিদ্যার মত দানে বাড়বে।

মন্ত্রটা শিখিয়ে দেবার আগে এই পদ্ধতির উপকারিতা একটু বিশদে আলোচনা করা যাক—

১। আপনি চিরদিন আধুনিক, জ্যাঠামশাইয়ের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কলেজে পড়ার সময় জিনস পরতে শুরু করলেন, শালওয়ার কামিজ পরলেও ওড়না নিতেন না।

২। ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তেই আপনি কলেজে সিগারেট খেতেন, এ নিয়ে কম ঝামেলা হয় নি—আপনার কিন্তু এক গোঁ, ছেলেরা যদি খেতে পারে আপনি কেন না? (তবে এখন ছেড়ে দিন। ছেলেরা যদি বিষ খেয়ে মরে তো মরুক!)

৩। আপনার বাবা গত হবার পর আপনি জোর করে মাকে আমিষ খাইয়েছেন। সাদা শাড়ির বদলে সরু পাড়ের আকাশী, ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ীগুলোও আপনিই কিনে দিয়েছেন। বলেছেন কেউ কিছু বললে আপনি বুঝে নেবেন।

৪। আপনার বান্ধবী যখন বয়সে দশ বছরের ছোটো ছেলেটিকে টপ করে বিয়ে করে সমাজের চক্ষুশূল হলো তখন কিন্তু আপনিই তাদের প্রথম যুগলে নিমন্ত্রণ করলেন। ওরা যদি পরস্পরকে ভালোবেসে সুখী হয় তাহলে অন্যলোকেদের কী এসে গেলো?

৫। আপনার ভাই যখন শবনমকে বিয়ে করলো তখন মা-বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন আপনিই।

৬। আপনি নিজের বিয়ের সময় জানিয়েছিলেন — ছেলেটি কেমন দেখতে? কী করে? কোন জাতের বা ধর্মের — এসবে আপনার কিছু এসে যায় না। কেবল মানুষটা কেমন সেটাই আসল।

শুনুন ভাই, আপনি ঠিক। আপনি আধুনিক। আপনার মনটা উদার। কিন্তু লেসবিয়ান দেখলেই আপনার কী হয় বলুন তো? ঐটা না হলেই কিন্তু আপনি এই আধুনিক পৃথিবীতে একজন আধুনিক নারী হিসেবে দশ এ দশ পেতেন। তাই আপনাকে পূর্ণতা দেবার উদ্দেশ্যেই আমার এই বিশুদ্ধ প্রণালী। নাহলে আমার নিজের কী এসে যায় বলুন ? আমি তো মাস্টারমশাই, সবই জানি। না শিখলে আপনিই ঠকবেন!

মন্ত্র ঃ লেসবিয়ানরাও মানুষ। লেসবিয়ানরাও মানুষ। লেসবিয়ানরাও মানুষ।

(এটা মনে মনে পড়ুন — ‘তাদের হাত আছে, পা আছে, বুদ্ধি আছে, হৃদয় আছে, সুখদুঃখ আছে।’)

ব্যাস্ এইটা যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তাহলে স্টেপ ওয়ান এ আপনি সফল। এইবার কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এগোই আমরা—

১। লেসবিয়ান কী (লেসবিয়ান শব্দটির উৎপত্তি জানতে চাওয়া হয় নাই। বলিলেই নম্বর কাটা যাইবে)? কাহাকে বলে? দুয়েকটি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

উঃ- লেসবিয়ান কথাটির বাংলা অর্থ হইলো মহিলা সমকামী বা সমকামী মহিলা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু বন্ধুর মত অনুযায়ী ‘সমপ্রেমী’ শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদিও ইহাতে বিষয়টি আরো ঘোলাটে হইয়া উঠিবে — তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়কে স্ফটিকস্বচ্ছ হইতে হইবে এমন মস্তকের দিব্যি কেহ কাহাকেও দেয় নাই, দিতে চাহিলেও গ্রহণ করা উচিৎ হইবে না।

যাহা হউক এই দুইটি শব্দ নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করিয়া বরং দুটির মেলবন্ধন করিয়া প্রকৃত সংজ্ঞা তৈরি করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, যে সমস্ত সুস্থ শরীর এবং মনের নারীরা প্রেম বা কামের জন্য অন্য আরেকটি নারীকেই বাছিয়া নেন তাহারা হইলেন লেসবিয়ান। ইহারা জীবনসঙ্গীরূপে আরেকজন নারীকেই পছন্দ করিয়া থাকেন।

যেমন (না প্লিজ – মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা বা ফায়ারের শাবানা আজমী-নন্দিতা দাস বা প্রাচীন গ্রীক কবি স্যাফো নয়। একটু চোখ খুলে এদিক ওদিক দেখুন তো। তারপরে বুকে হাত দিয়ে বলুন, কাউকে চেনেন না আশেপাশে? সত্যিই চেনেন না? এটাকে বলে ডিনায়েল। এটাও কাটাতে হবে কিন্তু!) ঠিক আছে এই উদাহরণ নয় পরেই দিলেন ব্যাপারটা আগে ভালো করিয়া বুঝিয়া লউন।

২। লেসবিয়ান হওয়াটা কি মানসিক অসুস্থতা? যদি না হয় তাহা হইলে কার্যকারণ বুঝাইয়া দাও।

উঃ- নাঃ!

বলিলাম তো মানসিক অসুস্থতা নহে! ইহার আবার কার্যকারণ কী? ইহা যে মানসিক অসুস্থতা নহে তাহা উপরিউক্ত সংজ্ঞাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। মনোনিবেশ করিয়া পুনরায় পাঠ করুন। ইহা তাহাদের নিজস্ব পছন্দ এবং চাহিদা। ত্রিভুবনে কোনো চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থে ইহার চিকিৎসার উল্লেখ নাই। আপনি যদি আপনার সমকামী বান্ধবীকে মানসিক অসুস্থ বলিয়া ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারও কিন্তু আপনাকে মানসিক অসুস্থ বলিয়া ভাবিতে কোনো বাধা থাকিবে না।

৩। লেসবিয়ানদের কি সন্তান হইতে পারে?

উঃ- হ্যাঁ পারে।

কারণ তাহারা জৈবিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম, ফলতঃ স্পার্ম ব্যাঙ্কের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন। এছাড়াও দুজন মহিলা একসঙ্গে বসবাস শুরু করিবার পর যেকোনো একজন সিঙ্গল মাদার হিসেবে সন্তান দত্তক লইতে পারেন তবে যৌথভাবে সন্তানের আইনি মাতৃত্ব পাইতে পারেন না, কারণ আমাদের সংবিধান ও আইন প্রণেতাদের কাছে এই হ্যান্ডবুক তো এখনও পৌঁছায় নাই ।

৪। লেসবিয়ানরা কি মেয়ে দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়েন ?

উঃ- আজ্ঞে না।

তাহাদেরও পছন্দ অপছন্দ আছে। যেসব লেসবিয়ানরা আপনার উপর সহসা ঝাঁপাইয়া পড়েন তাহাদের দুশ্চরিত্র ও লম্পট লেসবিয়ান বলে। ইহাদের ক্ষেত্রে তাহাই করিতে হয় যাহা দুশ্চরিত্র ও লম্পট পুরুষের সঙ্গে করা হইয়া থাকে।

৫। লেসবিয়ানরা কি ভালো পুরুষমানুষের সন্ধান পাইলে তাহাদের বিবাহ করিয়া সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হন? প্রকারান্তে পুরুষ বা ভালো পুরুষের অভাবেই কি ইহারা লেসবিয়ান ধর্ম পালন করিয়া থাকেন?

উঃ- না। একেবারেই নহে।

লেসবিয়ান ধর্ম ব্রহ্মচর্য ধর্মের অনুরূপ কিছু নহে। কিছুর অভাবে নারীগণ লেসবিয়ান সম্পর্কে লিপ্ত হন না। ইহা তাঁহাদের নিজস্ব প্রকৃতি। যেরূপে আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমণীর সন্ধান পাইলেও তাঁর সঙ্গে রমণে উৎসাহী হন না, সেরূপ ইহারাও পুরুষকুলচূড়ামণির চাইতে তাহাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখতে পছন্দ করেন নির্দিষ্ট নারীকেই। ইহাদের সঙ্গে পুরুষদের বিবাহ হলে উভয়ের জীবনই ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ হইয়া ওঠে।

(যেসব মহানুভব পুরুষমানুষ নারীজাতির বিচিত্রতায় উৎসাহী হইয়া বা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে বা নিছক কৌতুহল নিরসনের উদ্দেশ্যে এই প্রণালী পাঠ করিতেছেন তাঁহারা শ্রবণ করুন এবং শটকে শিখিয়া লউন — আপনাদের প্রতি এই জাতীয় নারীগণের কিন্তু কোনোপ্রকার বিরূপতা বা অভক্তি বা অশ্রদ্ধা আছে এমন নহে। ঠিক যেসমস্ত কারণে আপনি বিবাহ করিবার জন্য আপনার স্ত্রীর ভ্রাতাকে না বাছিয়া সেই ভ্রাতার ভগিনীকেই জীবনসঙ্গিনী নির্ধারিত করিয়াছেন বা চিরকালের প্রিয় বান্ধবীকে বেস্ট ফ্রেন্ড রাখিয়া অন্য এক নারীকে বিবাহ করিয়াছেন ঠিক সেই ধরনের ব্যক্তিগত রুচির কারণেই লেসবিয়ান নারীরা আরেকজন নারীকে বাছিয়া লন।)

৬। লেসবিয়ানদের বিষয়ে কী কী করিবেন এবং কী কী করিবেন না —

উঃ- তালিকা নিম্নে লিখিত হইলো —

(ক) কথা বলিবার সময়ে সঠিক শব্দ নির্বাচন করিবেন। হোমোসেক্সুয়াল নারীদের (বা পুরুষকেও) সংক্ষেপে 'হোমো' বলিয়া ডাকিবেন না। কারণ সেক্ষেত্রে আপনিও 'হোমো' কারণ আপনি হোমোসেপিয়েন্স এবং বর্তমানে আপনি 'হোমোজিনাইসড' কালচারে বসবাস করিয়া থাকেন।

আপনি নারী সমকামী বা লেসবিয়ানকে 'লেস' বলিবেন না। কারণ ঐ শব্দের অর্থ অন্য উহা হইলো যাহা টেবিলক্লথের চারিদিকে বা আপনার ব্লাউজের হাতায় বা আপনার কন্যার জামায় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আপনি 'লেজ' ও বলিবেন না কারণ উহা একটি ব্র্যান্ড নেম। ঐ নামের কোম্পানী চমৎকার বিভিন্ন ধরণের পোট্যাটো চিপস্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। 'লেসবো' বলারও কোনো যৌক্তিকতা আপনার কাছে নেই। কারণ ইহা শুনিলেই আমার মত কল্পনাপ্রবণ মনুষ্যগণের কামদেব মদনের পঞ্চবাণের কথা মনে পড়িয়া যায়। একমাত্র তাঁহার ধনুক বা বো তেই লেস্ লাগানো থাকিতে পারে ('লেস্-বো') যাহাতে ধনুকটিকে সুন্দর দেখায়। এতকিছুর পরে এটাও কি বলিতে হইবে কেন 'লেসবি' বলিবেন না? হ্যাঁ বলিবেন না কারণ উহা একটি বাজে কথা, উহার কোনো অর্থ নাই।

(খ) আপনি এমন কোনো প্রশ্ন আপনার লেসবিয়ান বান্ধবীকে করিবেন না যাহাতে উহাকে অস্বস্তির মধ্যে পড়িতে হয়। উহার জগৎ জীবনে এমনিতেই অস্বস্তির সীমা নাই। যেমন—"তোর কি একটা ছেলেকে বিয়ে করে 'স্বাভাবিক' জীবন বাঁচতে ইচ্ছে করে না রে?"

(ইহাই যে উহার পক্ষে স্বাভাবিক তা আপনি এতক্ষণে শিখিয়া ফেলিয়াছেন।)

বা "তোরা কী করে করিস রে?"

(আপনি যদি কৌতুহলী হন তাহা হইলে বই পড়িয়া বা ইন্টারনেট ঘাঁটিয়া প্রণালী জানিয়া লউন। কেমন?)

বা "তুই কি ওর বর না ও কি তোর বৌ?"

(শুনে রাখুন প্রকৃত আদর্শ লেসবিয়ানদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী নাই। উহারা যদি স্বামী-স্ত্রী জাতীয় হিসাবে বিশ্বাসীই হইবেন তাহলে কষ্ট করে লেসবিয়ান হইবেন কেন ভাই? উহারা পরস্পরের সঙ্গিনী।)

বা "আচ্ছা আমাকে দেখে কি তোর কামনা হয়?"

(এই প্রশ্নটি একেবারেই কেন করিবেন না তাহা পরবর্তী পয়েন্টে পরিষ্কার করা হইলো)

(গ) আপনি যদি 'কনফিউসড' (এই ইংরেজীটি মোক্ষম। বাংলা তর্জমা চাইবেন না প্লিজ। আগের সাধুচলিতের গুরুচণ্ডালীর মত ইঙ্গবঙ্গ গুরুচণ্ডালীও এই অধম করবে কিন্তু, মার্জনা করে নেবেন নিজগুনে।) হন তাহা হইলে সেটা আপনার সমস্যা, বেচারী সমকামী বন্ধুটির নয়। আপনাকে তিনি পছন্দ করেন। এমন একটি প্রশ্ন করিবেন না যাহাতে আপনি তাহার বিরাগ বা কামনাভাজন হইয়া পড়েন। কেমন? '(খ)' এর শেষ প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার বন্ধু ইতিবাচক দিয়ে ফেলেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই ছেলেখেলায় লিপ্ত হইবেন না। ইতিমধ্যে আপনি যদি সৎভাবে মনে করেন যে আপনার নিজের সম্পর্কে জানিবার প্রয়োজন আছে তাহা হইলে প্রথমেই ব্যবহারিক পরীক্ষায় না যাইয়া 'থিয়োরি' দ্বারা দেখিয়া লউন যে আপনার সত্যিই 'সিধে (স্ট্রেট)' থাকিতে কোনো সমস্যা হইতেছে কি না। সব জানিয়া বুঝিয়া তবেই একটা ঝুঁকি লইবেন কিন্তু। ঠিক আছে? কারণ ঐ মন্ত্রটা শিখাইয়াছিলাম না? হ্যাঁ, লেসবিয়ানরা কিন্তু মানুষ, গিনিপিগ নহে।

(ঘ) আপনার লেসবিয়ান বন্ধুর অনুমতি ছাড়া অন্য বন্ধুদের তার প্রকৃতির কথা জানাইবেন না।

(ঙ) যদি আপনার লেসবিয়ান বন্ধু দুশ্চরিত্র বা লম্পট না হন তাহা হইলে আপনার শিশুকন্যাকে তাহার সহিত মেলামেশায় বাধা দিবেন না।

(চ) আপনার লেসবিয়ান বন্ধুর সঙ্গিনীকে অন্য সিধে বন্ধুদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সমমর্যাদা প্রদান করিতে ভুলিবেন না।

(ছ) সৎ লেসবিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে প্রয়োজনে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমাইবেন। অযথা উদ্বেগ করিয়া সারারাত জাগিয়া থাকিবেন না (শরীর খারাপ লাগবে সকালবেলা)। সে কিছু করিবে না।

(জ) প্রয়োজনে তাহাদের পাশে দাঁড়াইবেন।

(ঝ) ইহাদের জন্য অন্যান্য মানুষদের সহিত (যাঁরা এই প্রণালী শেখার সুযোগ পাননি) বচসা করুন। তাহাদের মধ্যে এই বিদ্যে ছড়াইয়া দিন।

এইরূপ সহজ, সরল শিক্ষালাভের পরও যদি আপনি অন্ধকারেই থাকিতে চাহেন তাহা হইলে আমার কিছু করিবার নেই ভাই। যেভাবেই বলি না কেন আপনার হইবে না! বুঝিয়াছেন?

আমি আমার এক প্রিয় বাংলাদেশী বান্ধবীর ভাষা ধার করতে পারি - মোক্ষম! বন্ধনীর ভিতরে আমার নামের স্থানে নিজের নাম বসাইয়া লউন—

"(শ্রাওস্তী), তোমারে আমি বলসি না? আমার ধারণা আমি বলসি! তুমি কিসুতেই বুসহো নাই। অ্যাতো গোবর হেডেড্ হইলে ক্যামনে হবে?"

■ *শ্রাবস্তী বসু* স্যাফোর বন্ধু
srabastibasu@gmail.com

কবিতা সংকলন

মানবী তোমার নাম

- সুমিতা

প্রকাশক : স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি

Research paper

LESBIANISM IN KOLKATA

– Amit Ranjan Basu

Published by : Sappho for Equality

Sappho for Equality
Administrative Office & Resource Centre :
11A Jogendra Gardens(S), Ground Floor,
Kolkata 700 078
E-mail : sappho1999@rediffmail.com
Website : www.sapphokolkata.org
Contact : 2441 9995 (12 - 8 p.m. Except Mondays)
Helpline : 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

Publication supported by

Astraea LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE